উন্মাদ

১৯৭৮ থেকে

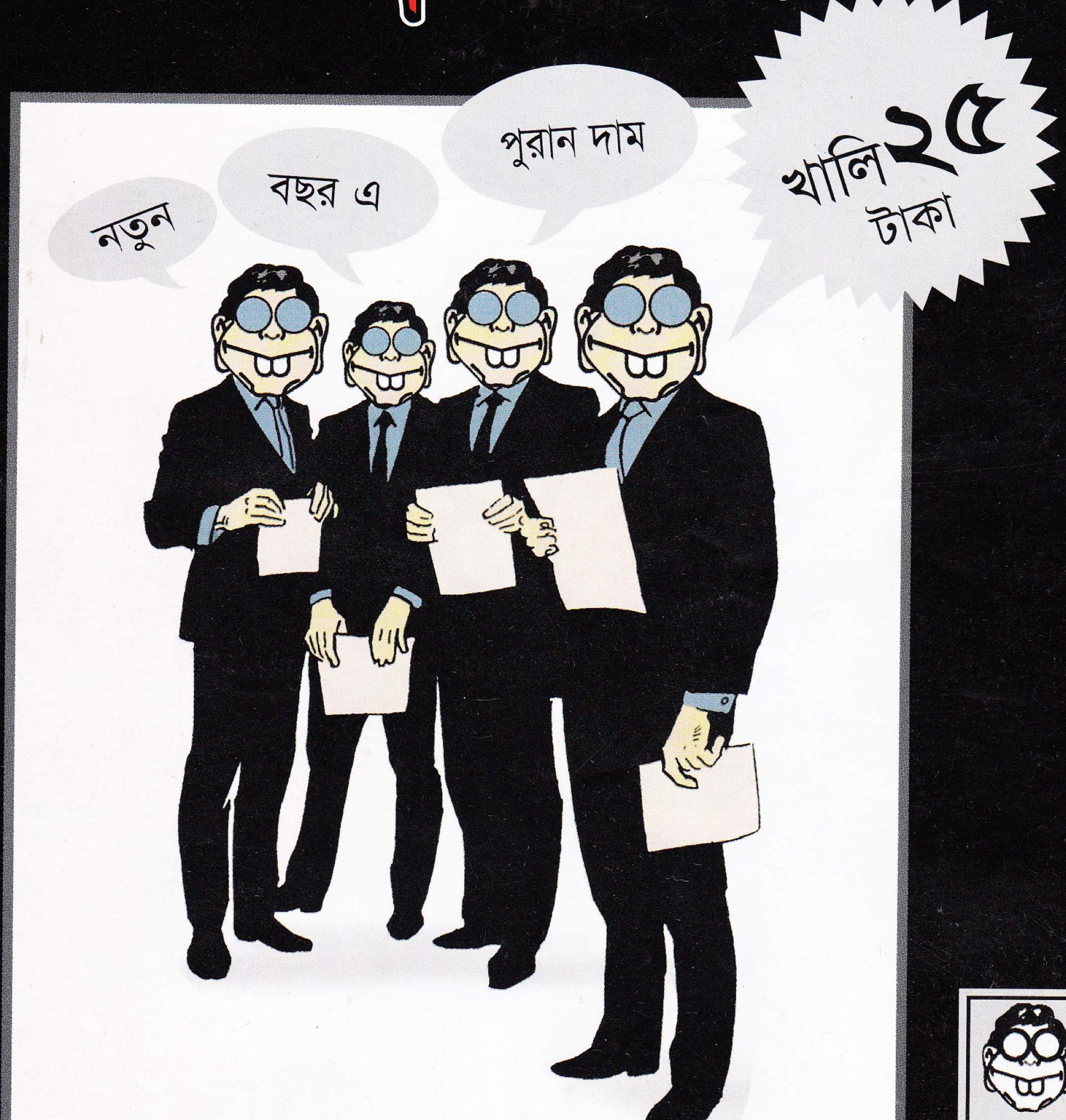

২৮৩
জানুয়ারি
২০১৩

www.unmadmag.com

00000 00420

এই ম্যাগাজিনটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। ম্যাগাজিনটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

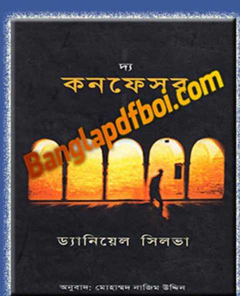

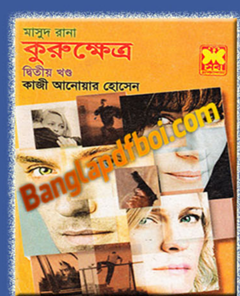

২০১৩ উন্মাদ
নতুন বছরের বর্জ্য
সাবধান! দুর্বল চিত্তের পাঠকরা এই ফিচার পড়বেন না!
একটি বৈজ্ঞানিক ফিচার
টিভি এ্যাড
জেমস বন্ড... থুড়ি ভ্যাগাবন্ড
স্কাইপ ফল
অন্যান্য নিয়মিত ট্র্যাশ
এই অংকে পাশ মার্ক সাড়ে তেত্রিশ!
প্রথম প্রকাশ- মে ১৯৭৮
বর্তমান প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৩
(এখন সরল অংক করিয়া বাহির করুন কত বছর হইল?)

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২, জানুয়ারী ২০১৩ (উন্মাদ নং-২৮২)
১৯৪/৪., ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০
habibunmad@yahoo.com unmadmag@yahoo.com
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ০ প্রকাশক ঃ ইত্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

সম্পাদক/ প্রকাশক
আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

কার্টুন ডিভিশন
■
নির্বাহী সম্পাদক
মেহেদী হক
■
সহযোগী উন্মাদক
শাহরীয়ার শরীফ
সৈয়দ খালেদ সাইফুল্লাহ
■
সহকারী উন্মাদক
নাসরীন সুলতানা মিতু,
সৈয়দ রাশাদ ইমাম তন্ময়,
শরিফুল ইসলাম তামিম

আইডিয়া ডিভিশন
■
নির্বাহী সম্পাদক
অনিক খান
■
সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান
আনিসুল কবীর খোকন
তৌফিক রিপন
■
সহকারী উন্মাদক
মারুফ রেহমান, মাকামে মাহমুদ
মেহেদী হাসান খান

■
জনসংযোগ উন্মাদক
বিপনু চৌধুরী

■
বিদেশ প্রতিনিধি
ওয়াহিদ ইবনে রেজা

■
আলোকচিত্রী
কায়সার হামিদ শুভ

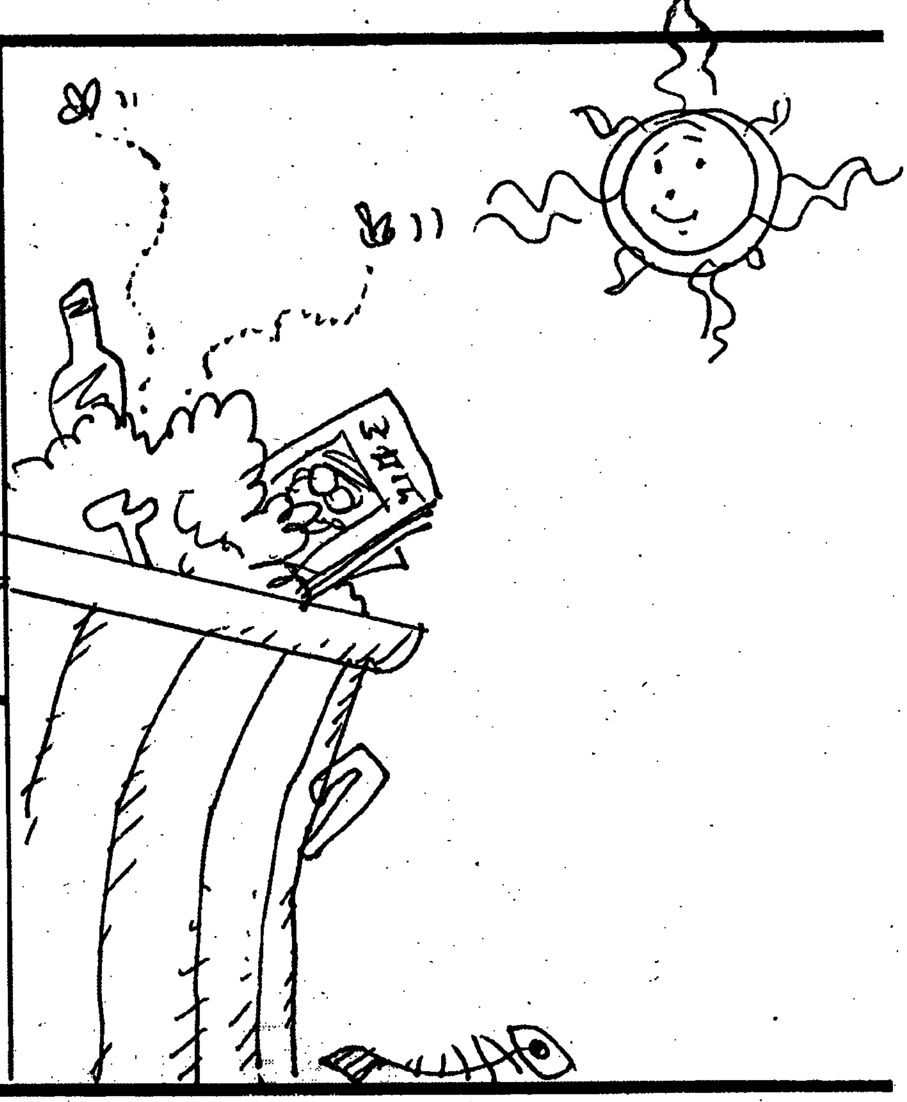

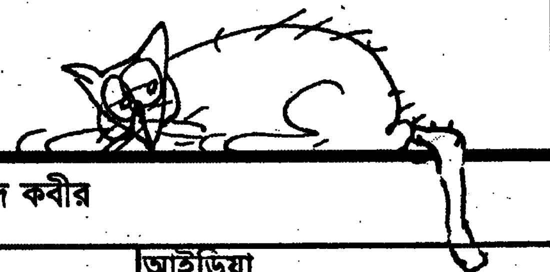

প্রধান নির্বাহী ■ সাজ্জাদ কবীর

কার্টুন	আইডিয়া	লেখালেখি	কম্পিউটার
মোর্শেদ মিশু, তারিক সাইফুল্লাহ, জাহানারা নার্গিস, আরাফাত, শিখা, রাজীব, নুরে আলম জিকু, মাহির, রকিব।	নাফিস সবুর, ফয়সাল সোহান, সিফাত, অর্পন দাশ গুপ্ত, পরশ, আসিফ।	হাসান খুরশীদ রুমী মোকারম হোসেন শফিক হাসান।	জুননুর রহমান রনবীর আহমেদ বিপ্লব বিশ্বজিৎ বড়ুয়া...

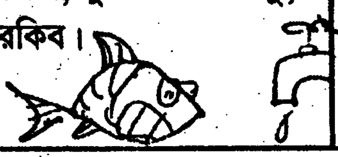

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে , লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা (তবে নির্ভুল করার চেষ্টা অব্যাহত...এবং ব্যার্থ!)

সম্পাকীয়
উন্মাদকীয়
পাঠকের কাঠগড়ায়

আবার একটা নতুন বছরে পা দিলাম আমরা। এখন পা পিছলে না পড়লেই হয়। অবশ্য আমরা পা পিছলাতে পিছলাতে ক্রমশই অভ্যস্থ হয়ে উঠছি। আর আমরাতো জানিই মানুষের সবচে বড় শক্তি হচ্ছে তার 'অভ্যস্থতা'।

■ নতুন বছরে নতুন নতুন অনেক কার্টুনিস্ট আসছে উন্মাদে নতুন নতুন আইডিয়াবাজরাও উন্মাদ অফিস গরম করছে এই শীতেও।

■পুরোনারাও বিদেশ থেকে দেশে বেড়াতে এসে। অফিসে আসছে, তার মানে তারা উন্মাদকে ভুলে নি। রোমেন রায়হান এসেছে জাপান থেকে হোসেন তৌহিদ জুয়েল এসেছে আমেরিকা থেকে, বাপ্পি এসেছে কানাডা থেকে জুলকারিন জাহাঙ্গির এসেছে ইংল্যান্ড থেকে (অবশ্য আবার চলেও গেছে কেউ কেউ...তাদের অভিনন্দন!)।

নতুন পুরাতন সবাইকে নিয়েই আমাদের অতি পুরাতন এই উন্মাদ? কত বয়স হল উন্মাদের? সেই ১৯৭৮ সালে শুরু... তারপর এই দীর্ঘ পথ চলা। নতুন বছরে সেই স্মৃতি'র নষ্টালজিয়া সঙ্গে নিয়েই আবার নতুন করে যাত্রা শুরু। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।।

....

(স্বাক্ষর পুরাই স্পষ্ট)

চিঠিপত্র, NO প্রেমপত্র!

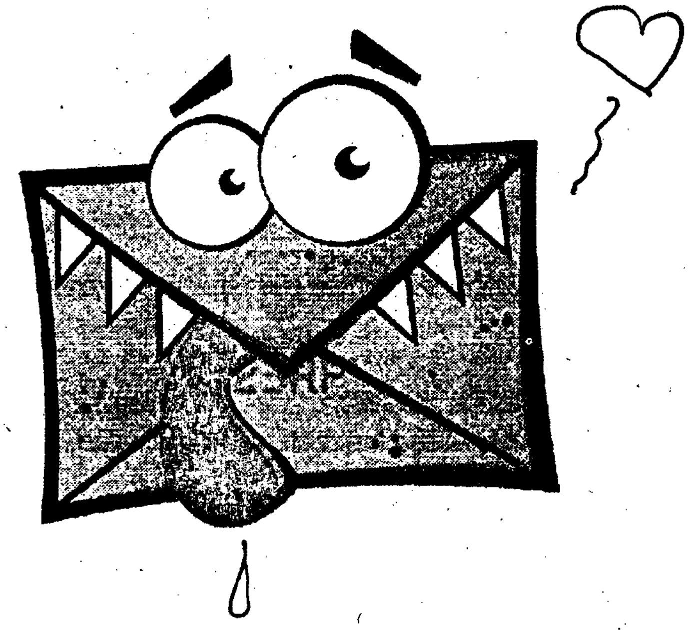

(মতামতের জন্য কাহাকে দায়ি করিব তা নিয়া উন্মাদ কার্যালয়ে উপর্যপুরি তদন্ত চলিতেছে!)

<u>সম্পাদক</u>

উন্মাদ ভাইজান আপনারা কি শুরু করছেন কনতো? যখনই হকারের কাছে যাই শুনি উন্মাদ বের হয় নাই উন্মাদ বের হয় না। তারপর যখন আশা ছেড়ে দেই। তখন বন্ধুদের কাছে শুনি উন্মাদ বের হয়েছে। আবার যাই হকারের কাছে তখন বলে 'বাইর হইছিল মাগার শেষ হয়া গেছে।' এর মানে কি? আমি কি উন্মাদ মার্কেট থেকে কিনতে পারবই না? নাকি আপনাদের গ্রাহক করার জন্য এটা একটা পদ্ধতি...? যাহোক আগামী সংখ্যা উন্মাদ বাজার থেকে কিনতে না পারলে উন্মাদ আর পড়বই নাআআআ...

মিকাইল

মিরপুর, ঢাকা

০০

<u>উন্মাদক সাহেব।</u>

গত সংখ্যার প্রচ্ছদটা ভালই হইছে বেশ ভাল, অন্যরকম । প্রচ্ছদ শিল্পীকে ধন্যবাদ ভিতরের মেইন ফিচার 'হে হে উ|সব' সেইরকম হইছে। মেহেদী কাক্কুরে ধন্যবাদ। শাহরীয়ার কাক্কুর খবর কি? সেতো মনে হয় ডুব মারছে। তার আঁক-া আকি কম কম দেখি? নাকি সে ডট কম হইয়া গেছে? উনারে কয়েন বেশী বেশী না আঁকলে একদম পাবনা মেন্টালে জি মেইল কইরা দিমু । আর ভাল কথা আমি কিন্তু কার্টুন আঁকা শুরু করছি। আমার আইডিয়াও সেইরকম! খুব শিগ্রী উন্মাদ অফিসে কিন্তু চইলা আসব বুইঝেন। তখন আমারে বিদায় করা মুশকিল হইব।

সাল্লু

ধানমন্ডি, ঢাকা।

০০

<u>সম্পাদক, উন্মাদ</u>

সালাম নিবেন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। ২০১২ সালে আপনারে উন্মাদনা ভালই চলেছে। ২০১৩ সালে উন্মাদনা কেমন চলবে জানি না। তবে আশা করছি ভালই চলবে। আমাকে চিনেছেনতো ? আমি কিন্তু মাছে মাঝে জোক পাঠাতাম আপনাদের চিঠিপত্রের পাতায়। নতুন বছরেও একটা পাঠালাম- ২০১৩ সালের প্রথম দিনে একটা বাচ্চা হল ঢাকার এক হাসপাতালে। বাচ্চার পা ধরে কান্না করার জন্য ডাক্তার উল্টো করে ধরে বাচ্চার পিঠে থাবা দিতে যাবে দেখে বাচ্চার পিঠে ছোট করে একটা লেখা পড়তে গিয়ে দেখা সেখানে লেখা 'মেড এই চায়না!' কেমন লাগল স্যার জোকটা? এ বছর আরো নতুন নতুন জোকস পাঠানোর আশা রাখি। ভাল থাকুন।

নিলুফার জাহান

লালমাটিয়া, ঢাকা।

০০

<u>ভাইজান</u>

আমি উন্মাদের একজন ডাইহার্ট পাঠক। কিন্তু উন্মাদ পাই না। উন্মাদ পড়তে পারি না। আমার অপরাধ আমি খুলনায় থাকি, ঢাকায় থাকি না। আগে খুলনায় উন্মাদ নিয়মিত আসত এখন আসে না। কেন আসেনা জানাবেন কি? আমি কি এভাবেই বঞ্চিত হব উন্মাদ থেকে? ভাল কথা আমি ঢাকা আসলে আপনাদের অফিসে দেখা করতে পারব কি? আমার অনেকদিনের শখ একদিন সারাদিন আমার প্রিয় উন্মাদের অফিসে আপনাদের সঙ্গে কাজ করব। মানে আপনাদের কাজে হেল্প করব। আপনারা কিভাবে কাজ করেন তা দেখব। সে সুযোগ কি পাব স্যার কোন দিন? প্লিজ জানান আমাকে, আমি কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম। ইতি আপনাদের সবার গুনমুগ্ধ

সাকিব

খালিশপুর, খুলনা।

০ ওয়েলকাম! - উন্মাদ

কার্টুন- জান্নাতুন নাহার

গুরু

হাসান রকিব

সদা আমার মন থাকে
কল্পনাতে মেতে...
যেখানে যেতে চাই
পারিনা যেতে...
গুরু আমার সাধন হয়না
সাধন করবো কিসে... ?
সাধন করার মন্ত্র বল
আমায় ভালবেসে... !
অমানিশায় ঘেরা
আমার চারপাশ !
দূর করে দাও যা
আমায় করে নাশ।
কি-জানি-কি
আমার ভেতর করছে
আমায় লালন ...!
শুদ্ধ কর আমায়
আমার বাঁকা চলন...,!

০০

লাল টুকু

শফিউল বারী

অ-বাবা লাল টুকু
থাকনা এবার এইটুকু
আয় না বাবা ঘরে ফিরি
নয়তো তোর মা'র খাব ঝাঁড়ি।
এমন ডুবিয়ে খেলিলে হঁড়ি
গলায় চড়িবে তো বাপ দঁড়ি।

অ-বাবা লালটুকু
থাকনা এবার এইটুকু
উঠনা বাপ পুকুর থেকে
আর, শিক্ষা নিলাম এই থেকে
সাঁতার জানিলে পরে
ডাকিতাম কি এমন করে?

অ-বাবা লালটুকু
থাকনা এবার এইটুকু
এই গ্রীষ্মের হাঁড়িফাঁটা রোদে
নিশ্চয় তোর মার মাথা
গিয়েছে ফেঁটে
এখনি না ফিরিলে ঘরে
তোর ঐ দু'গাল ভরিবে চড়ে।

অ-বাবা লালটুকু
থাকনা এবার এইটুকু
ঐ শোনা যায় তোর মা'র গলা
এবার বানাবে তোরে মুড়ি-মলা

অ-গো বাবা এবার
কানে ডুকেছে তোমার কথা
'মুড়ি-মলা' কথা বলিলে আগে
কবেই উঠিতাম পুকুর থেকে।

রিয়েল লাইফ জোক!

আমার এক বন্ধু মহা চালু মাল। ক্যাবে করে কোথায় যাবে। ক্যাব ওলা বলল তিনশ টাকা লাগবে।
- মিটারে যাবা না?
- না তিনশ টাকা লাগব
- বেশ চল
বন্ধু ক্যাব নিয়ে রওনা দিল। পৌছে গিয়ে সে ক্যাব থেকে নেমে হাটা দিল। ক্যাবওলা চেচিয়ে উঠল ' আমার ভাড়া ?'
- কেন ভাড়া দিলাম না?
- কই দিলেন?
- একটু আগেইতো দিলাম ...
ব্যাস লেগে গেল ঝগড়া...হাউ মাউ খাউ...লোকজন জড়ো হয়ে গেল। আমার বন্ধু বলছে সে ভাড়া দিয়েছে... ক্যাবওলা বলছে ভাড়া দেয় নি (আসলেও দেয় নি)। শেষ মেষ জড়ো হওয়া পাবলিকরা একটা রফা করল। তারাই বলল ঠিক আছে ভাই হয়ত কোথাও ভুল হয়েছে আপনি ভাড়াটা না হয় আরেকবার দিয়ে দেন তবে অর্ধেক ভাড়া দেন। সবাই সমর্থন করল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক সমাধান। সবাই দেখল মিটারে উঠেছে ১০০ টাকা। আমার বন্ধু ৫০ টাকা দিয়ে হাঁটা দিল। আর ক্যাবওলার মুখ হা হয়ে গেল।
একটু পর ক্যাবওলা গাড়িটা আস্তে চালিয়ে বন্ধুর কাছে গিয়ে নরম গলায় বলল-
- ভাই কাজটা কি ঠিক করলেন?
বন্ধু আরো নরম গলায় বলল ' বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান...!' বাকিটা পাঠকরা মনে করে নিন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।
(তবে ঢাকায় থাকি)

মাস্ট কার্টুন

নব-বর্ষের কার্টুন!? স্পেশাল

কার্টুন- শাহাদ

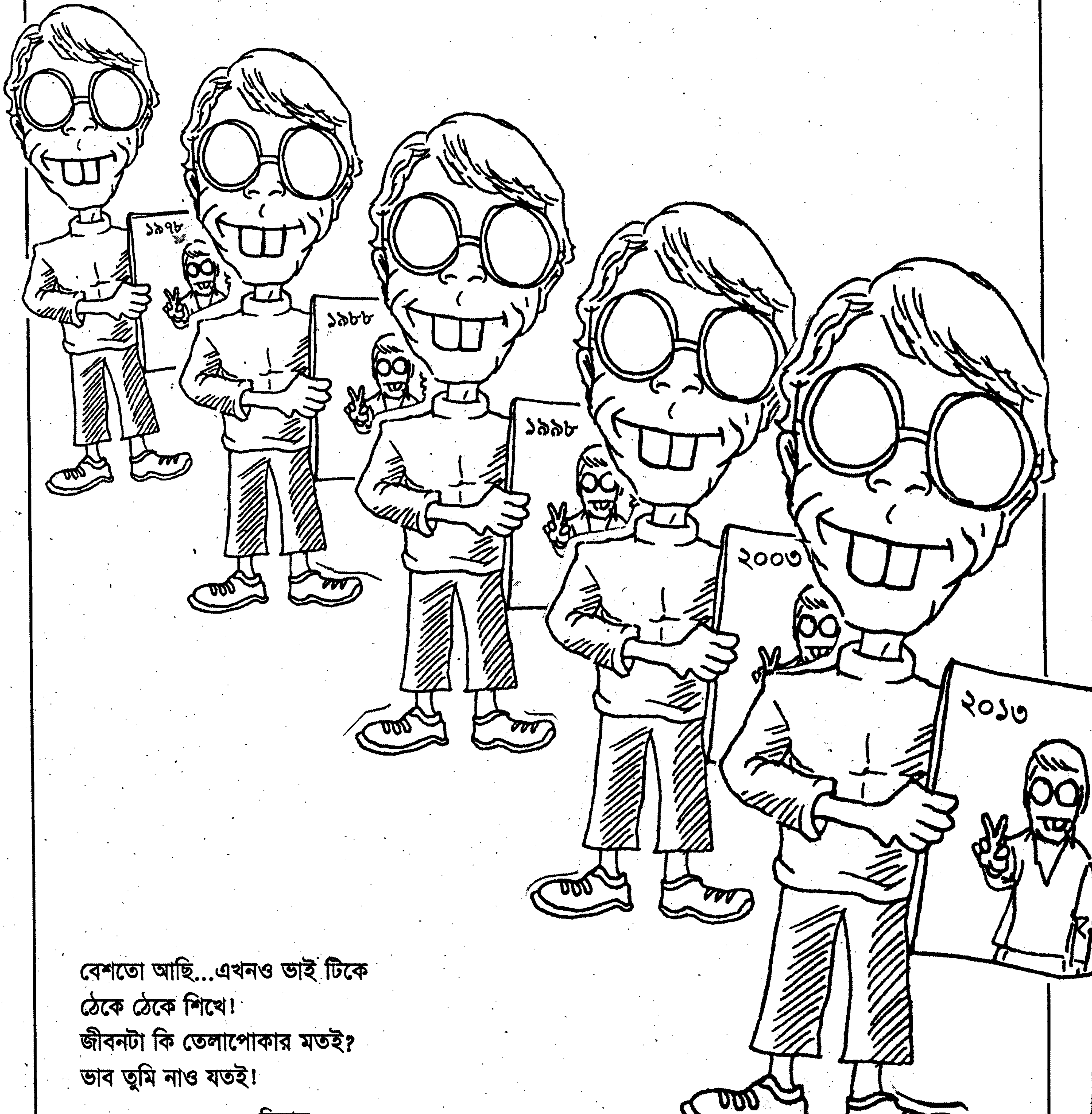

বেশতো আছি...এখনও ভাই টিকে
ঠেকে ঠেকে শিখে!
জীবনটা কি তেলাপোকার মতই?
ভাব তুমি নাও যতই!

- সিফাত

জেমস বন্ড 007
স্কাইফল!?
জেমস বন্ডের সর্বশেষ মুভি স্কাই ফল...এবার উন্মাদের পাতায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে...দেখুন উপভোগ করুন!
কার্টুন- তন্ময়
আমি জেম্স বন্ড দ্য সুপার এ্যাকশন হিরো...007 একি বস! আপনি আবার কই চললেন? এবারের মিশন কি?
আর মিশন, আমার ভিশনই পুরা চেঞ্জ হয়া গেছে ওল্ড হোমে গিয়ে আল্লা-খোদার নাম নেই। সময় হয়া গেছে...
খবরদার! এখন আমিই তোমার বস। বিশ্বাস না হইলে করতে পার টস্!
আয়া পড়ছি! আমি ভিলেন কইরা দিমু সব হস-পস্!

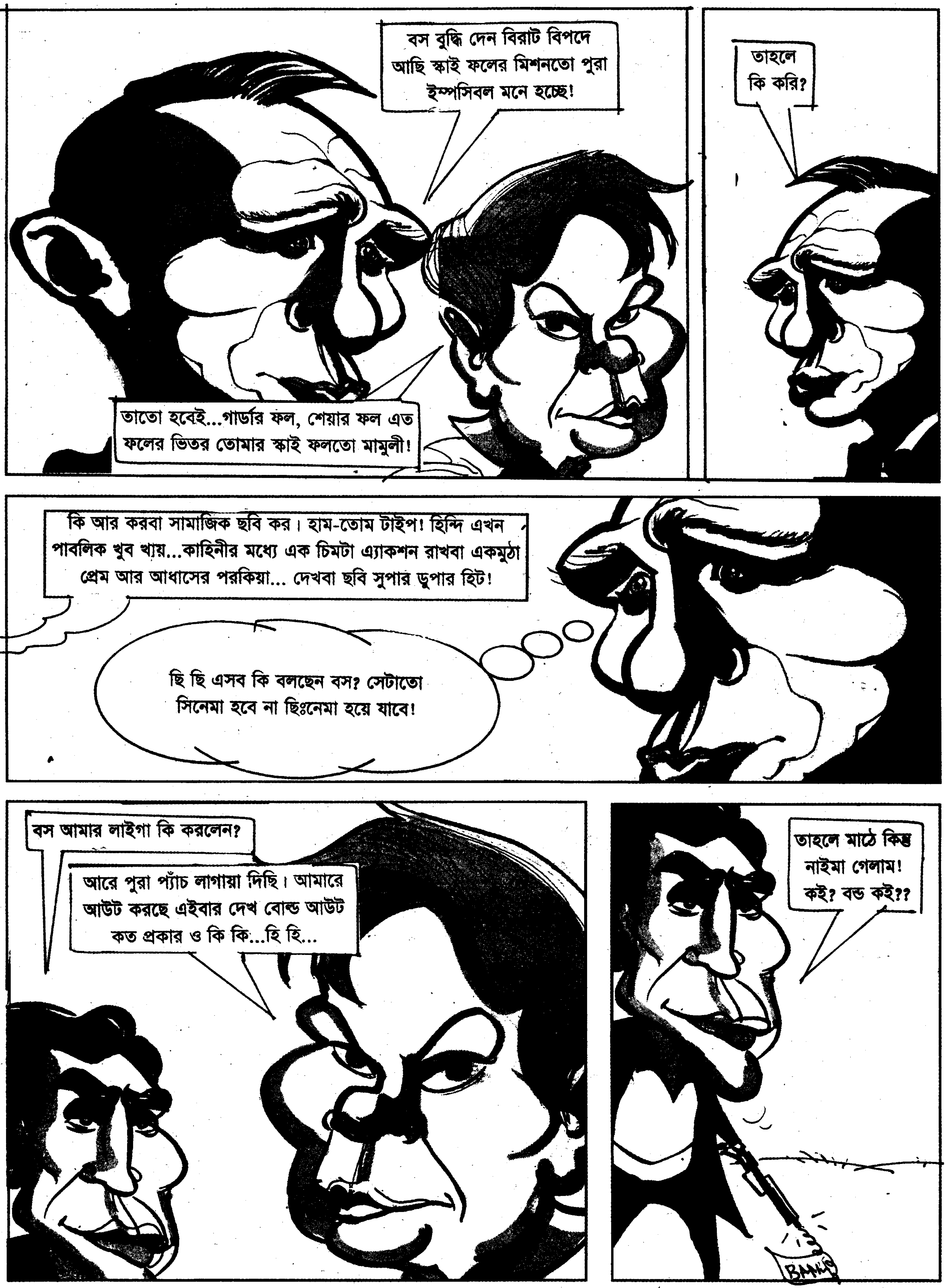
বস বুদ্ধি দেন বিরাট বিপদে আছি স্কাই ফলের মিশনতো পুরা ইম্পসিবল মনে হচ্ছে!
তাতো হবেই...গার্ডার ফল, শেয়ার ফল এত ফলের ভিতর তোমার স্কাই ফলতো মামুলী!
তাহলে কি করি?
কি আর করবা সামাজিক ছবি কর। হাম-তোম টাইপ! হিন্দি এখন পাবলিক খুব খায়...কাহিনীর মধ্যে এক চিমটা এ্যাকশন রাখবা একমুঠা প্রেম আর আধাসের পরকিয়া... দেখবা ছবি সুপার ডুপার হিট!
ছি ছি এসব কি বলছেন বস? সেটাতো সিনেমা হবে না ছিঃনেমা হয়ে যাবে!
বস আমার লাইগা কি করলেন?
আরে পুরা প্যাঁচ লাগায়া দিছি। আমারে আউট করছে এইবার দেখ বোল্ড আউট কত প্রকার ও কি কি...হি হি...
তাহলে মাঠে কিন্তু নাইমা গেলাম! কই? বন্ড কই??

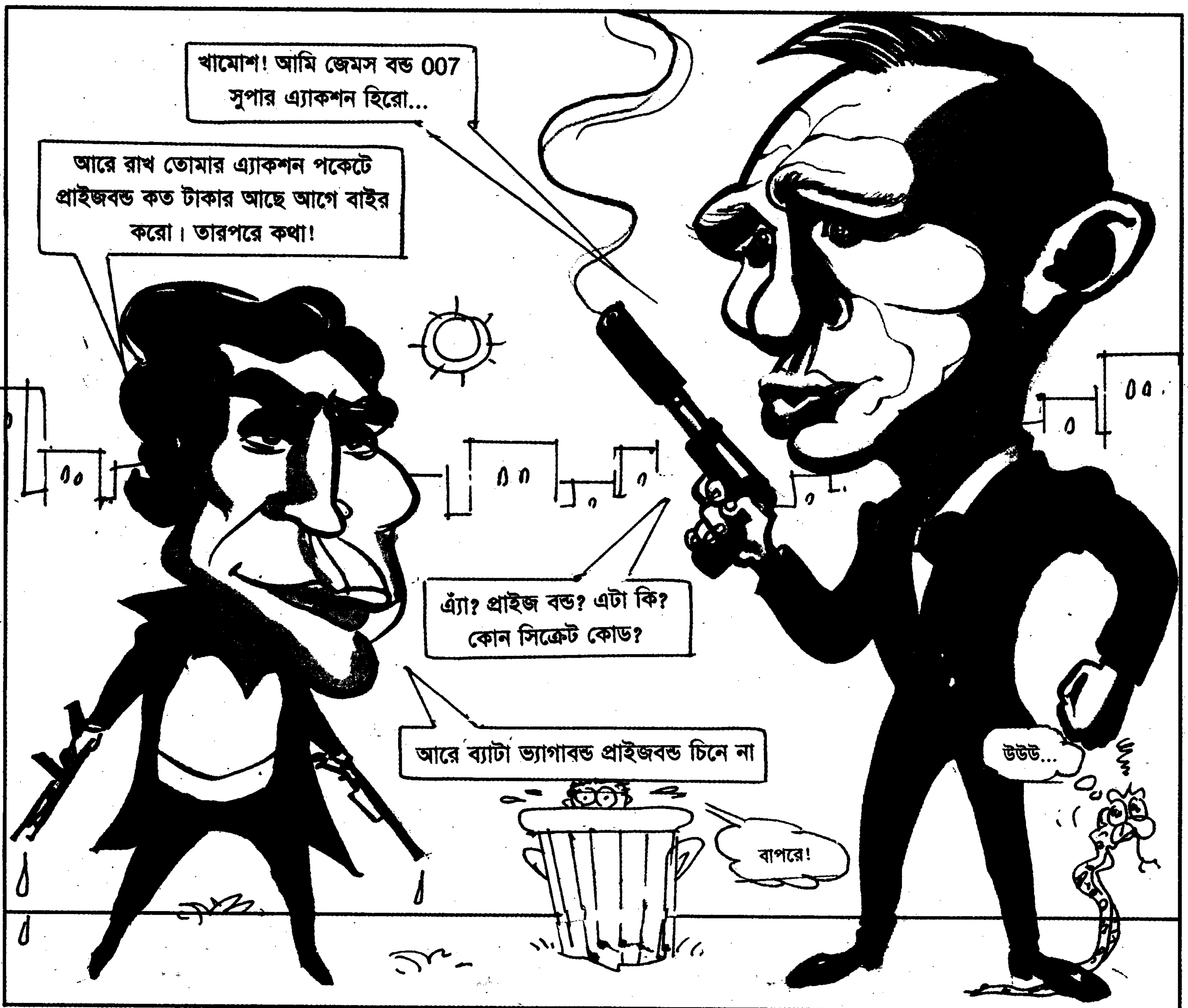
খামোশ! আমি জেমস বন্ড 007
সুপার এ্যাকশন হিরো...
আরে রাখ তোমার এ্যাকশন পকেটে প্রাইজবন্ড কত টাকার আছে আগে বাইর করো। তারপরে কথা!
এ্যাঁ? প্রাইজ বন্ড? এটা কি? কোন সিক্রেট কোড?
আরে ব্যাটা ভ্যাগাবন্ড প্রাইজবন্ড চিনে না
বাপরে!
উউউ...

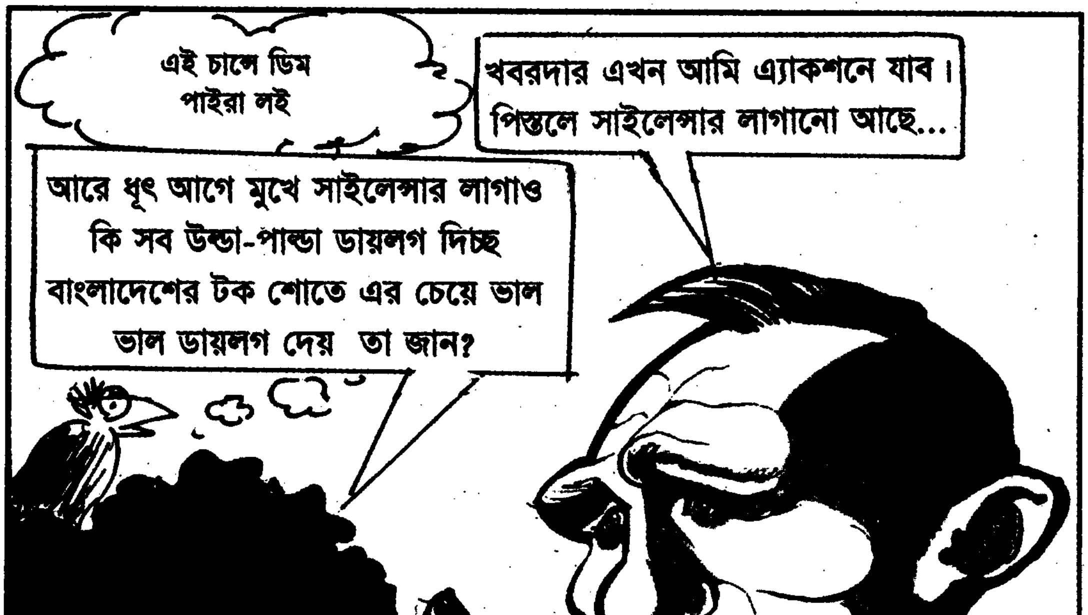
এই চান্সে ডিম পাইরা লই
খবরদার এখন আমি এ্যাকশনে যাব। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে...
আরে ধুৎ আগে মুখে সাইলেন্সার লাগাও কি সব উল্ডা-পাল্ডা ডায়লগ দিচ্ছ বাংলাদেশের টক শোতে এর চেয়ে ভাল ভাল ডায়লগ দেয় তা জান?

শোন বন্ড বেশী তাফালিং করো না বাংলাদেশের পম গানা এ্যাকশন হিরো কিন্তু পন্ডে এমন চুবানী দিব তোমারে! বুইঝো!
ঐ লাগে কাউয়ার সিদ্ধডিম...

আপনি ডুয়েল খেলা খেলছেন এর পরিনতি হবে ভয়াবহ!
কিরকম?
উন্মাদের আইডিয়া বক্সে আপনার নাম যাবে!
কাম সারছে! আমি আর প্যাঁজগীতে নাই!
হুমমম...
মিঃ বন্ড রেডি হয়া যাও...
ক্যান? কি করবা?
স্কাই ফল হবে... মানে মাথায় আকাশ ভাইঙ্গা পড়বে!
কও কি? কি কি পড়বে?
আরে মহাকাশে আবর্জনা কম জমেছে নাকি? মহাকাশ স্টেশনের আবর্জনা... এস্ট্রনাটদের ডাইপার...রকেটের নাট বল্টু...কত কিছু...!
কাম সারছে তাহলে ভাগি...
আগেরবারে হিরো পাড়া দিছে এইবার ভিলেন...উউউ...

দূর্বল চিত্তের পাঠকরা এই ফিচার পড়বেন না!

কিছু প্রচলিত ভুতের গল্প আছে যা আমরা সবসময় শুনে থাকি! এই গল্পের ফরমেট একই তবে গল্প বলিয়ের কারণে সামান্য এদিক ওদিক হয়। এই ফিচারে আমরা মূল গল্প বলার পর পরের পাতায় এর ব্যাখ্যা (উন্মাদীয়) দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

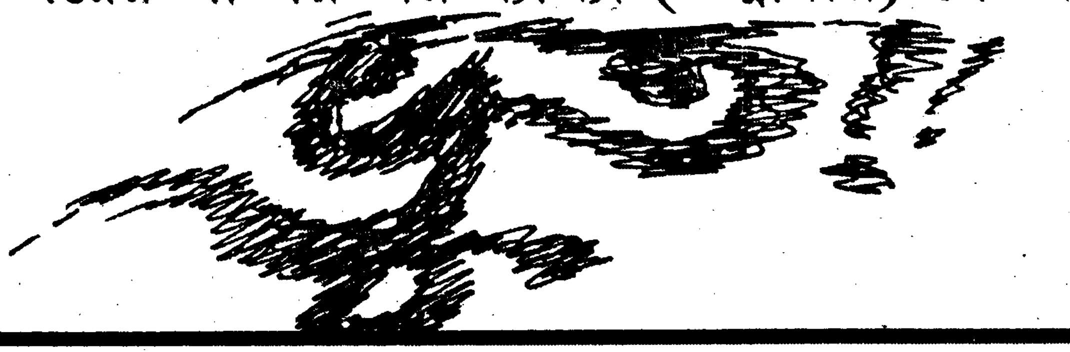

গল্প-১

গ্রামের বহুল প্রচলিত ভুতের গল্প। নানা মাছ ধরতে যাবে শেষ রাতে। তার সহকারী এসেছে নানাকে নিতে।

- নানা,চলেন আমি আসছি

-আমি আসতেছি তুই হারিকেনটা জ্বালা

- বাদ দেন হারিকেন লাগবে না দেরী হয়া গেছে আপনে বাইর হন...

নানার সন্দেহ হয় এমনতো করে না তার সহকারী তিনি নিজেই হারিকেন জ্বালিয়ে বের হন। হারিকেন দেখে দূরে সরে যায় সহকারী বিরক্ত হয়ে বলে

-হারিকেন রাইখা আসেন...চাদের আলো আছে...

নানা হারিকেন নিয়ে আগায় সে পিছায় আর বলে হারিকেন রাইখা আসেন... হারিকেন রাইখা আসেন... !

নানা বুঝলেন ব্যাটা ছদ্মবেশী প্রেত তিনি আর বেরুলেন না।

ভুতের আসল উন্মাদীয় ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-২

শহরের প্রচলিত গল্প। গভীর রাতে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে রিকশায় করে ফিরছে এক ছাত্র। সে হলে থাকে। চারিদিকে শুনশান নিরবতা। কিন্তু রিকশাওলা এসে থামল এক গোরস্থানের গেটে!

- এ তুমি কোথায় আসলা?

তারপর দেখে রিকশাওলা নেই। ভয় পেয়ে সেই ছাত্র রিকশা ফেলে দৌড়ে ছুটে গেল হলে। দেখে হলের গেটে সেই রিকশাওলা বলল 'ভাড়া দিলি না?' প্রচন্ড ভয়ে কম্পিত হাতে ভাড়া দিতে গেল তখন রিকশাওলা দুই হাত উল্টো করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল 'দে ভাড়া দে' উল্টানো হাতে টাকা ফেলে ছুটে রুমে এসে ঘটনা বলল তখন রুম মেট বলল 'রিকশাওলা এভাবে ভাড়া চেয়েছে?' বলে সেও উল্টো হাত দেখাল! আতংকে জ্ঞান হারাল সেই ছাত্র!!

ভুতের আসল উন্মাদীয় ব্যাখ্যা পরের পাতায়

এখন পড়তে পারেন

দূর্বল চিত্তের পাঠকরা এই ফিচার পড়বেন না!

কিছু প্রচলিত ভুতের গল্প আছে যা আমরা সবসময় শুনে থাকি! এই গল্পের ফরমেট একই তবে গল্প বলিয়ের কারণে সামান্য এদিক ওদিক হয়। এই ফিচারে আমরা মূল গল্প এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ ভূত বলে আসলে কিছু নেই! (ওরে বাপরে! জানালায় ওটা কার মুখ??)

গল্প-১ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!

গল্প-২ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!

গল্প-৬

দুই লোক রাতের বেলা বাড়ি ফিরছিল। কর্মকর্তা আর তার কর্মচারী। হটাৎ দেখে রাস্তার উপর একটা বাঁশ পড়ে আছে। কর্মচারী বলল

- স্যার পেত্নির কাজ! ঐ বাঁশ টপকালেই বাঁশটা দাড়িয়ে পড়বে...তারপরতো বোঝেন এ জন্মে আর বিয়ে-সাদি হবে না।
- তাহলে কি করা?
- দাড়ান আমার কাছে পেত্নিবশিকরণ মন্ত্র আছে পড়ি...

বলে সে বির বির করে মন্ত্র পড়তে লাগল আর বাঁশ দাড়িয়ে গেল!!

ভুতের আসল উন্মাদীয় ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৭

মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুরা বাজি লাগলো কে লাশ কাটা ঘরে গিয়ে লাশের মুখে মিষ্টি দিয়ে আসতে পারবে। একজন সাহসী ছাত্র রাজী হল। সে যাবে। তো সে সত্যি সত্যি একদিন রাতে গিয়ে একটা লাশের মুখে মিষ্টি পুরে দিয়ে চলে আসবে তখন ...লাশ বলে উঠল

- আমাকে আরেকটা দে!

ব্যাস সাহসী মেডিক্যালের ছাত্র ওখানেই অজ্ঞান!

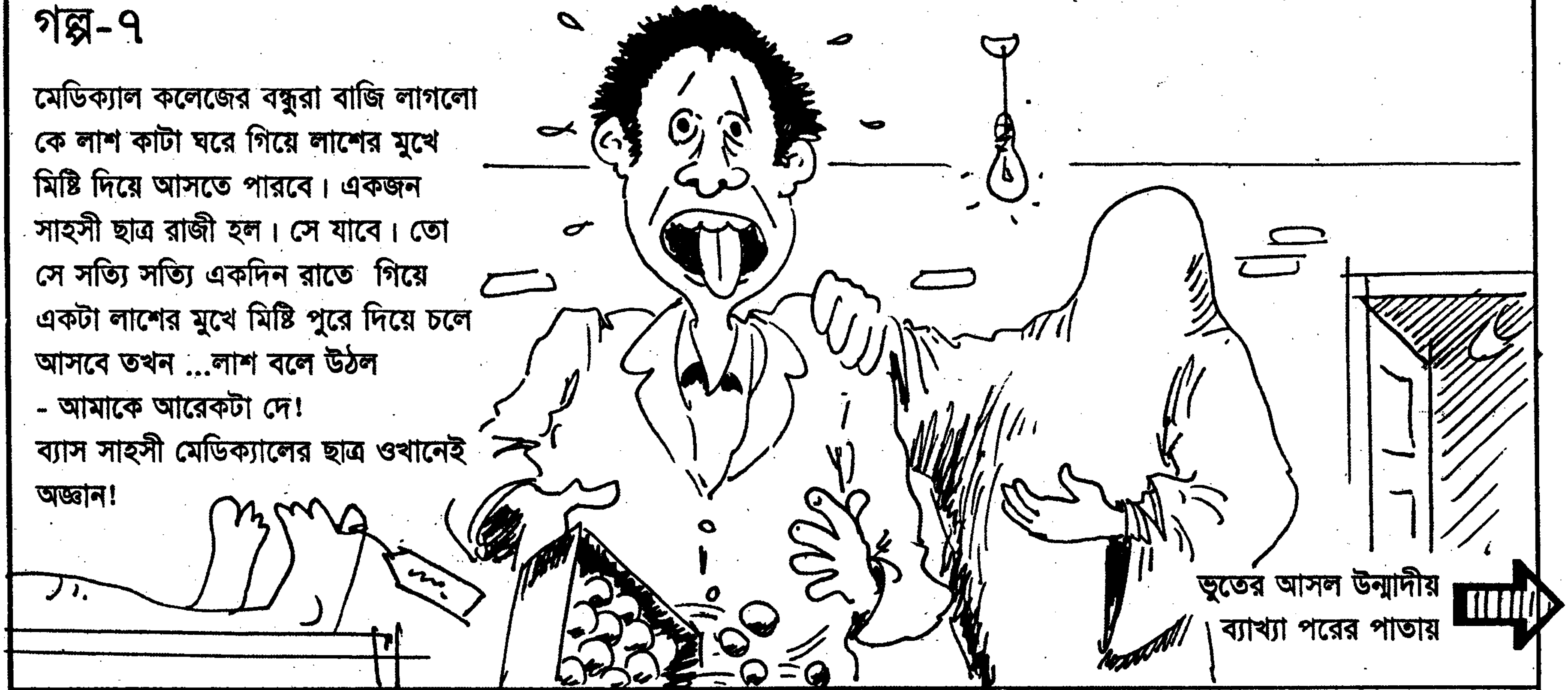

ভুতের আসল উন্মাদীয় ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৮

উন্মাদ নতুন সংখ্যা বের হয়েছে। কিন্তু পাতায় পাতায় বানান ভুল। সম্পাদক ক্ষিপ্ত-

- এর মানে কি? এবারও এত ভূল
- স্যার আমাদের কিছু করার নেই।
- কেন?
- উন্মাদের জন্মলগ্ন থেকে ছাপাখানার ভুত আমাদের পিছু নিয়েছে। সেই টিপুসুলতান রোড থেকে...
- বল কি??

শিউরে উঠলেন সম্পাদক...থুরি উন্মাদক!

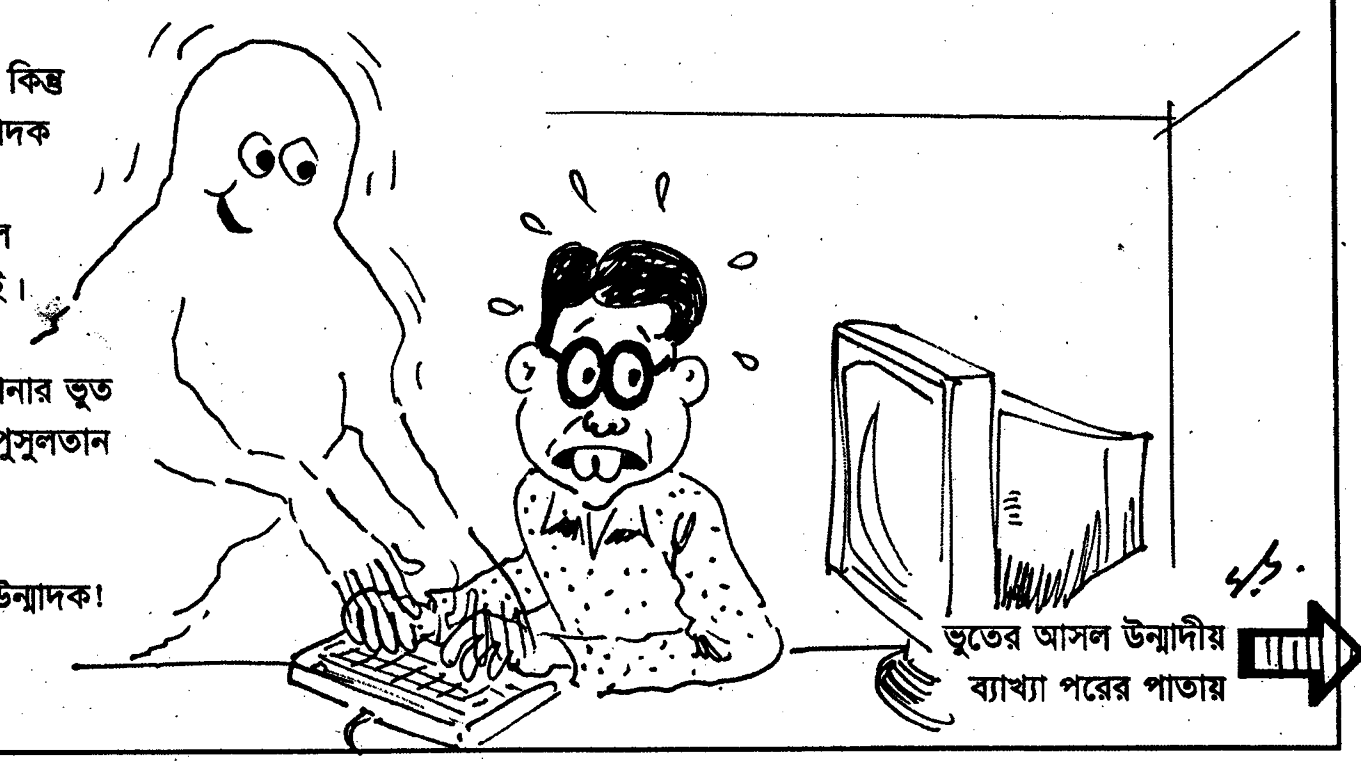

ভুতের আসল উন্মাদীয় ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৬ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে ওরা রাতে রাস্তা ভুল করে রেলক্রসিং দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ট্রেন একটু আগে চলে গেছে...ক্রসিংবারটা পরে ছিল একটু পর উঠে গেল।

গল্প-৭ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে ম্যাডিক্যালের বার্ষিক ফিস্টে ঐ বাজিকর দলের প্রধান মিষ্টি শর্ট পড়ায় খেতে পারেনি। সেই ক্ষোভে সেই মিষ্টি খাওয়ার জন্য এই প্লান করে লাশকাটা ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে!

গল্প-৮ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে উন্মাদের প্রুফ রিডার সেই ১৯৭৮ সালের মে মাস থেকে ফেরারী... (তাকে দেখেই লাকি আখন্দের সেই বিখ্যাত গান.... ফেরারী পাখীরা কুলায় ফিরে না...)

গল্প-৩

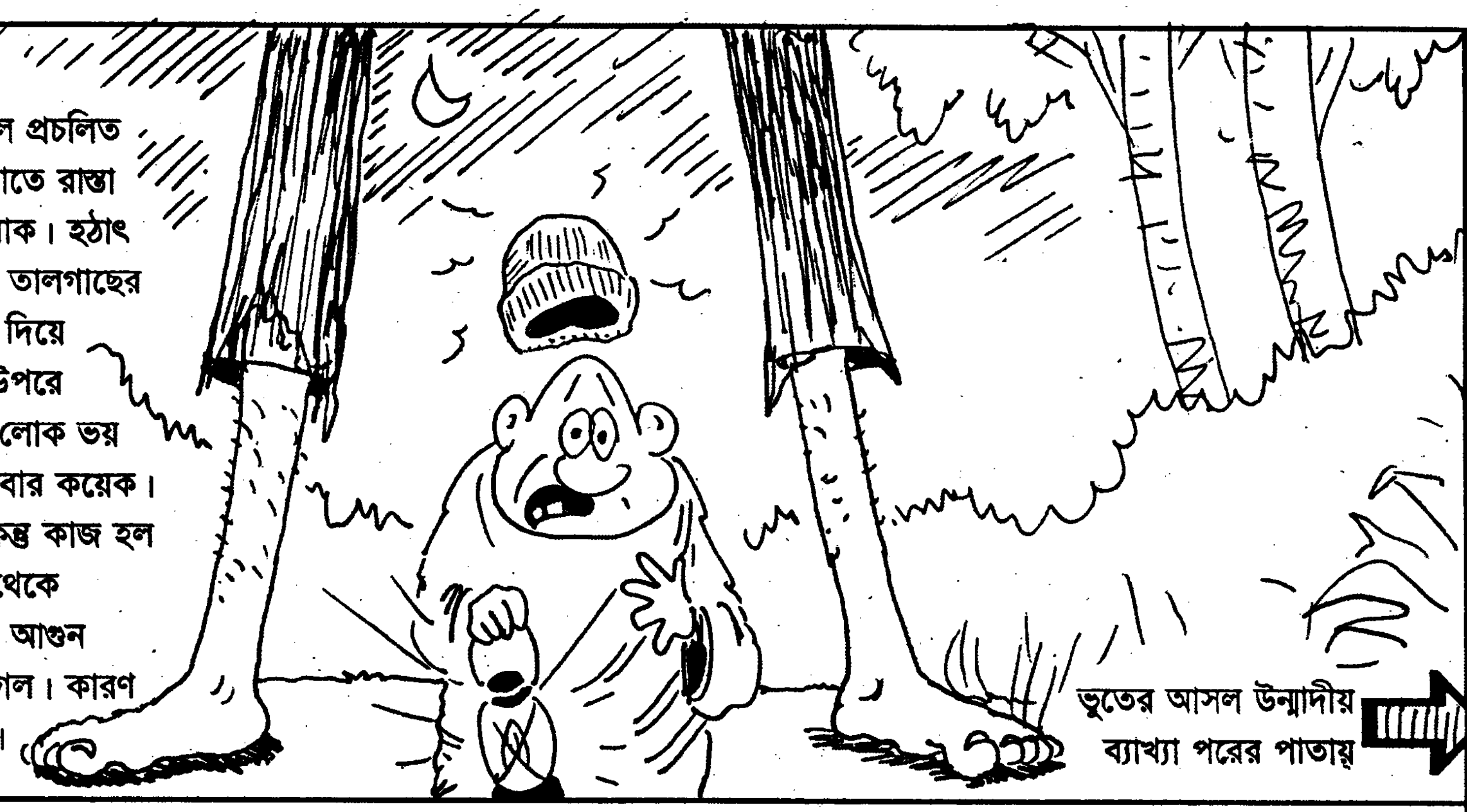

গ্রামের আরেকটা বহুল প্রচলিত ভুতের গল্প। গভীর রাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক লোক। হঠাৎ দেখে রাস্তার সামনে তালগাছের মত দুই পা দুইদিকে দিয়ে দাড়িয়ে আছে কেউ উপরে জ্বলজ্বলে দুই চোখ। লোক ভয় পেয়ে বুকে থুথু দিল বার কয়েক। দোয়া দরুদ পড়ল কিন্তু কাজ হল না। তারপর পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে আগুন জ্বালালো ভুত চলে গেল। কারণ ভূত আগুন ভয় পায়।

ভুতের আসল উন্মাদীয়
ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৪

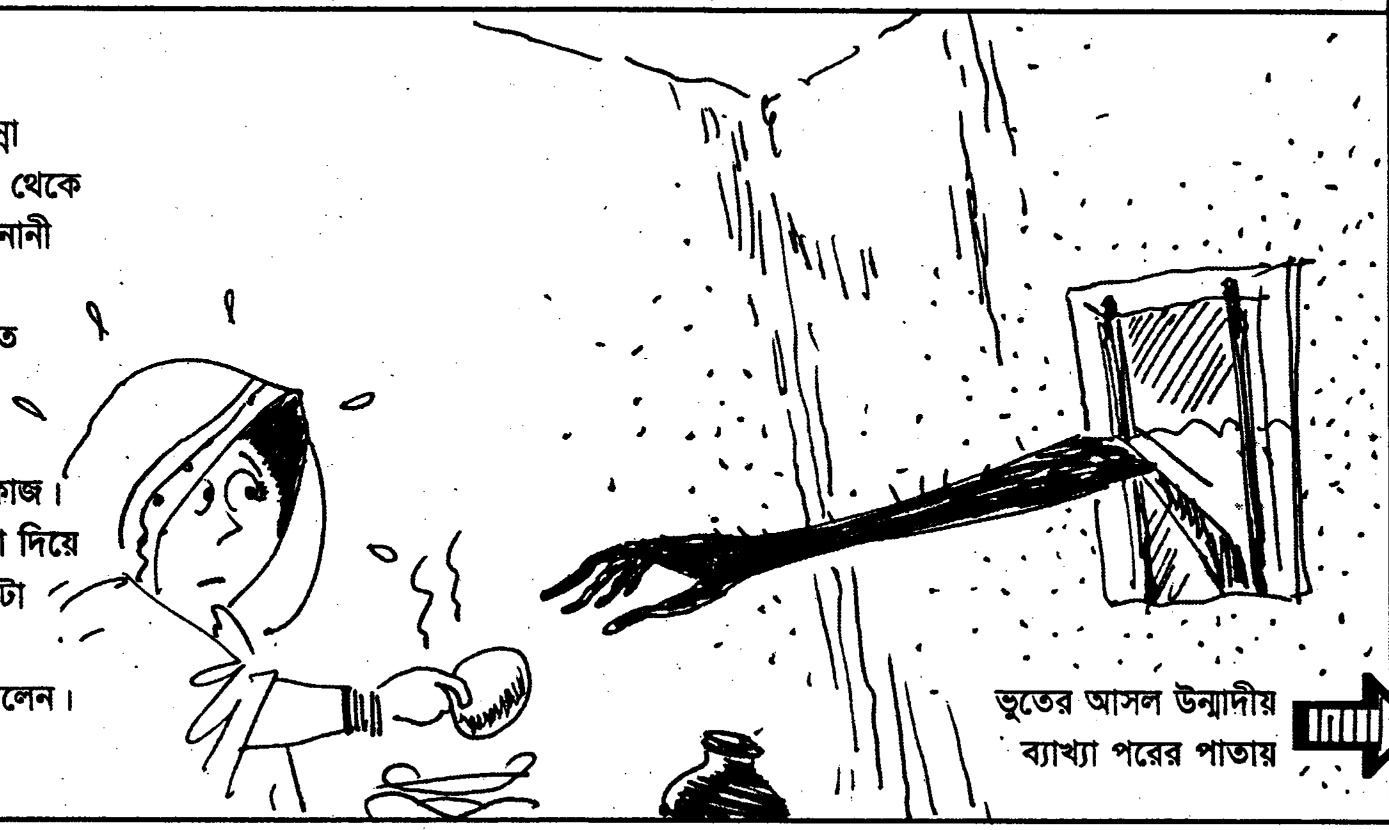

গ্রাম-বাংলা বহুল প্রচলিত রান্না ঘরের ভুতের গল্প। মূল বাড়ি থেকে একটু দূরের রান্না ঘরে বসে নানী পিঠা বানাচ্ছেন রাতে, হটাৎ জানালা দিয়ে একটা শির্ণ হাত বেরুল বলল

- দে পিঠা দে

নানী বুঝলেন এ শাকচুন্নির কাজ। শুরুতেই একটা পিঠা জানালা দিয়ে ছুড়ে দিলেই হত। তিনি একটা ছুড়ে দিলেন জানালা দিয়ে। তারপর জানালা বন্ধ করে দিলেন।

ভুতের আসল উন্মাদীয়
ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৫

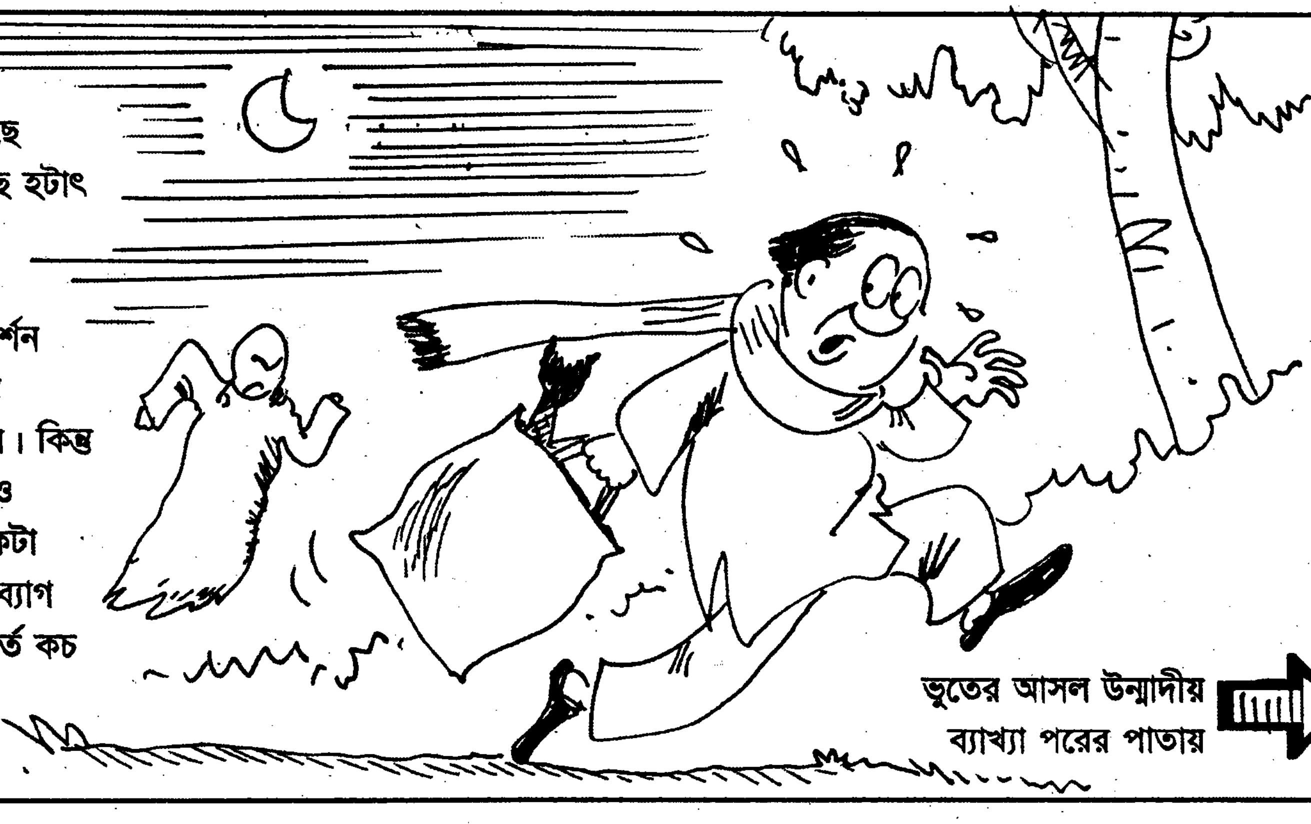

রাতের হাট থেকে মাছ কিনে ফিরছে গ্রামের এক লোক। রাত হয়ে গেছে হটাৎ দেখে পেছন থেকে কে যেন বলল

- দে মাছ দে

লোক পিছন ফিরে দেখে ভয়ঙ্কর দর্শন এক লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। ভয়ের চোটে সে দৌড় দিল। কিন্তু পেছন থেকে সেই ভয়ঙ্কর মানুষটাও ছুটছে তার পা মাটিতে নেই। লোকটা ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি বাজারের ব্যাগ থেকে একটা মাছ ছুড়ে দিল। মুহুর্তে কচ কচ করে খেয়ে ফেলল বলল

- দে মাছ দে... লোকটা দিল ছুট!

ভুতের আসল উন্মাদীয়
ব্যাখ্যা পরের পাতায়

গল্প-৩ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে কিছু না, বিএনপি আমলের সেই বৈদুতিক দুই ভূয়া খাম্বা পাশাপাশি হেলে ছিল রাস্তার দু পাশ থেকে আর পিছন দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল লাল বাতি জ্বলা কোন প্লেন!
গল্প-৪ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে চোর এসেছিল চুরি করতে। কিন্তু বাড়ির কেউ না ঘুমিয়ে পিঠা বানাচ্ছে ... আর অপেক্ষা করতে করতে চোরের ক্ষিদে পেয়ে গেছে তাই বাধ্য হয়ে নাকি গলায় পিঠা চেয়েছে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে!
গল্প-৫ এর উন্মাদীয় ব্যাখ্যা!
আসলে পিছনে কোন মেছো ভূত-টুত ছিল না। লোকটা ফিল্ড লেভেলে সরকারী কর্মচারী। গ্রামের হাটে গিয়ে মাছে ফরমালিন দেয়া হয় কিনা তার পরীক্ষা করার কথা। কিন্তু দেরী হওয়ায় হাট শেষ হয়ে গেছে বলে ঐ লোকটার কাছে মাছ চেয়েছিল।

একটি ডিম্বকের আত্মকাহিনী
আমার ভবিষ্যত কি?
পরের পাতা দ্রষ্টব্য

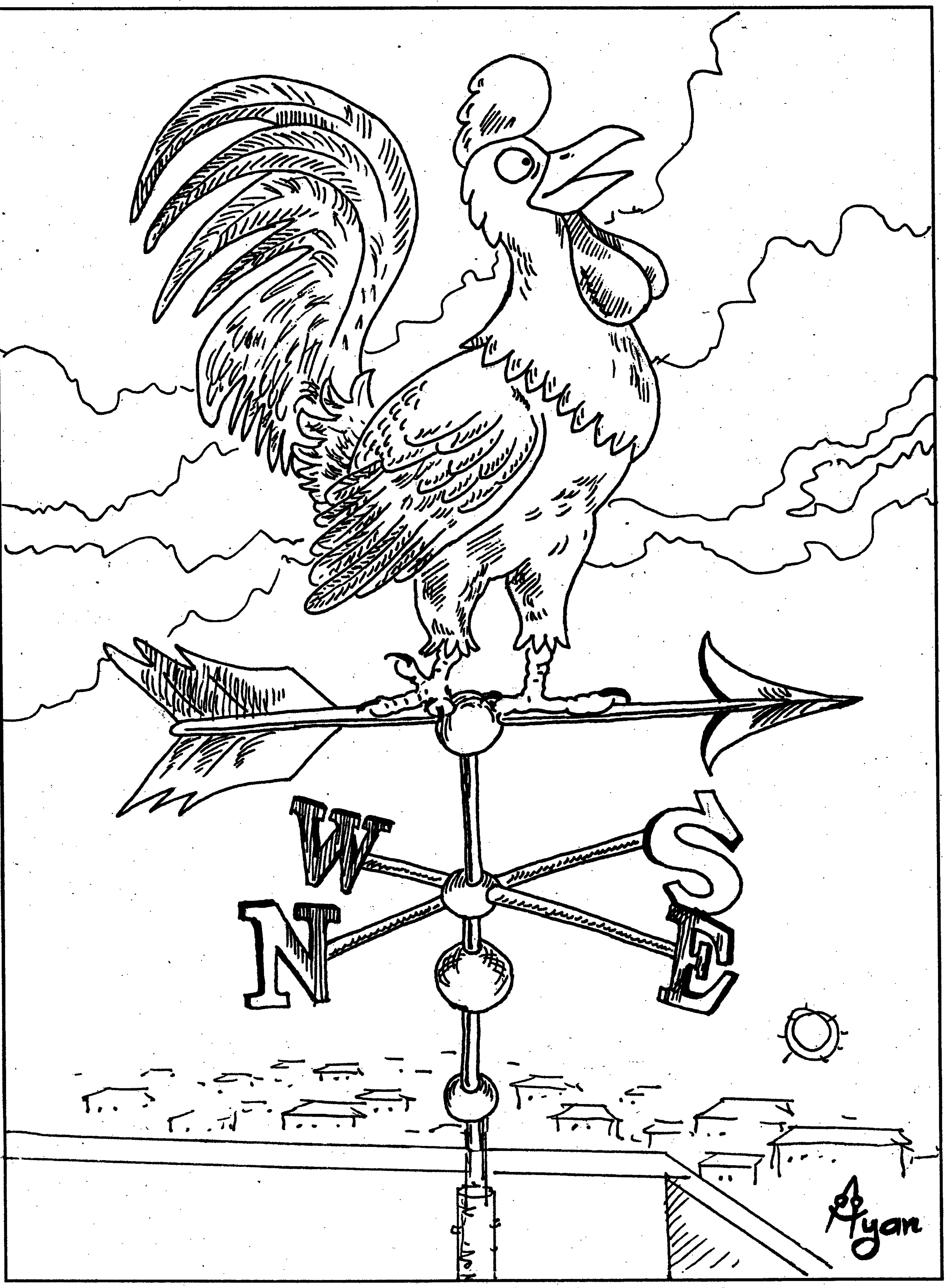
W
N
S
E
Ayan

রাশি বারোটা কিন্তু উন্মাদীয় রাশি মাত্র আটটা। উন্মাীয় রাশি নিয়েই এই ফিচার। আসলে রাশি রাশি 'রাশি' দিয়ে কি দরকার? সেরকম আটটা রাশি হলেই কেল্লাফতে। তাহলে আসুন আমরা জাতক/জাতিকার জীবন পর্যবেক্ষন করি...

উন্মাদীয় র‍্যাশি

লেখা/ আঁকা- মোর্শেদ মিশু

চুরাশি রাশি
এই রাশির জাতকরা সর্বোচ্চ চুরাশী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে আই মিন পৃথিবীর অক্সিজেন নষ্ট করে চুরাশী বছর, তাই এদের রাশি চুরাশি রাশি...তবে এরা চৌরাশিয়ার বাঁশি ভাল বাজায় শোনা যায়!
রুশ রাশি
এই রাশির জাতকরা দেশীয় রস বুঝে না শুধু রুশ রস খোঁজে তাই রসআলো কিনে পড়ে, উন্মাদ পড়ে না। এই কারণে এই রাশির জাতক-জাতিকারা উন্মাদে আঞ্ছিত! (সিমু নাসেরের গদিতে আগুন জ্বালো...)
মনিটোরাশি রাশি
এই রাশির জাতকরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেছাব্বিশ ঘন্টাই মনিটরের মধ্যে গ্লু দিয়ে চোখ লাগিয়ে বসে থাকে(ফেজবুক, ইয়াহু, টুইটার, গুইটার...এসব নিয়ে বসে থাকে)এদের ভবিষ্যত পুরা লোডশেডিং...

থাপড়াশি রাশি
ফাজিল ছেলে-ছোকরাদের জন্য এই রাশি। যারা কথা শোনে না বাবা-মার তারে থাপড়ায়া ঠিক করতে হয় বলে এই রাশির এইরকম 'থাপরাশি" নামকরন। কাজেই থাপরাশির জাতকরা সাবধান এখনো সময় আছে...
বাশি রাশি
যারা শুধু ফ্রিজের ঠান্ডা বাশি খাবার খায় গরম খাবার খেতে পারে না তাদের জন্য এই রাশি।' বাঁশি শুনে আজ কাজ নেই...' এই গান শুনলে এরা আবার চাগা দিয়ে উঠে মাঝে মধ্যে গরম খাবার ঠান্ডা করে খায়...
রাশি রাশি আবর্জনা
এই রাশির লোকজন আবর্জনা বিশেষ সমাজ থেকে এদের সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে উৎখাত করা উচিৎ... কিন্তু তারপরও এরা আছে থাকবে...৩৫ বছর ধরে সমাজ সংস্কৃতি নষ্ট করে চলেছে এদের...(গেলি?)

এই প্রচন্ড শীতে শরীর গরম করা সত্যিই কঠিন কাজ তবে আলাদা আলাদা ভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরম করা যেতে পারে

(নিন্মলিখিত প্রক্রিয়ায়)

শরীর গরম করার উপায়

লেখা- অর্পণ দাশ গুপ্ত

কার্টুন- মেহেদী হক

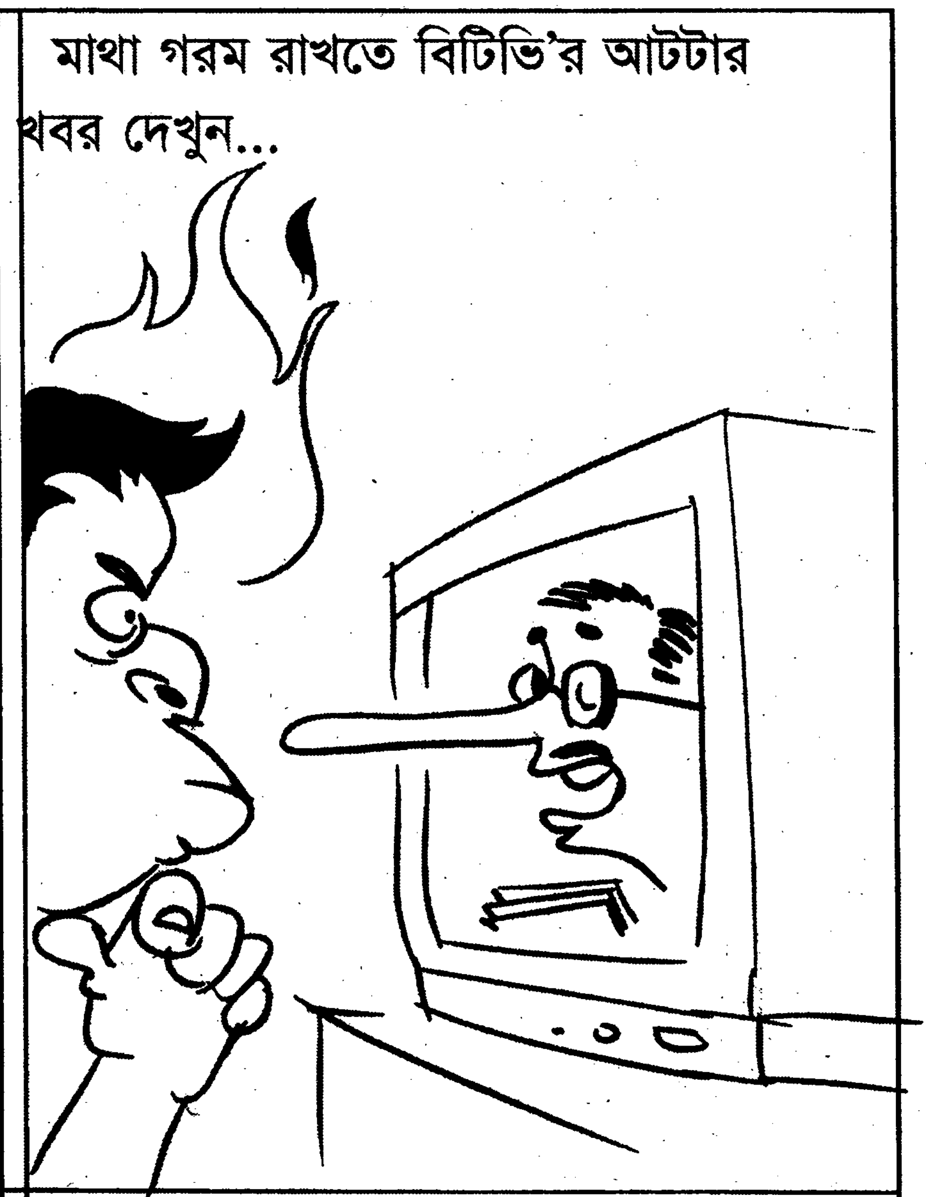

কান গরম রাখতে 'দেশপ্রেমিক' রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য শুনুন...
পেট গরম রাখতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভেল পুড়ি খেয়ে দেখতে পারেন...
(একাধিক, তাও বাকিতে...)
পশ্চাদদেশ গরম রাখতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ভেংচি দিয়ে দেখতে পারেন...
পিঠ গরম রাখতে উন্মাদ পাঠককে 'উন্মাদ কেমন হয়েছে?' প্রশ্ন করে দেখতে পারেন...

আমাদের এক অদ্ভুত অভ্যাস আছে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেই না। পাল্টা প্রশ্ন করে বসি। তাই নিয়ে এই ফিচাররররর!

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন!
প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন!

কার্টুন- শাহাদ

ডাক্তার সাহেব আমি বাঁচমুতো?
ওটির বিল ক্লিয়ার করছেন?
এই বাস কি গুলশান যাইব?
আপনি কই যাইবেন?
এইবারের উন্মাদ কি হাসির হইছে?
পকেডে ২৫ টাকা আছে ?

রম্য/ আরিফ রেজা

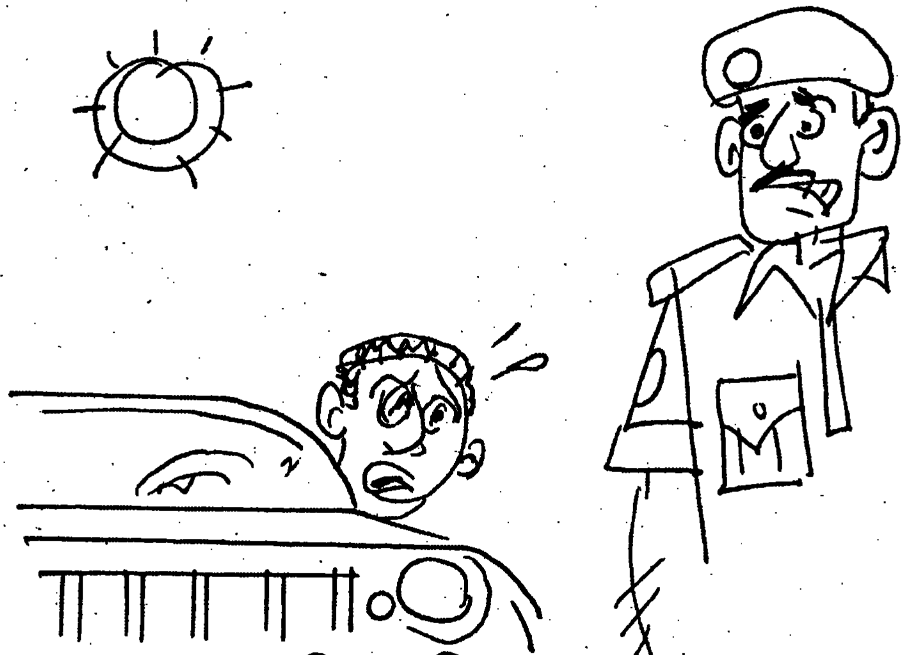

চোরের মন পুলিশ পুলিশ

বছর দুই তিনেক আগের কথা হবে.... গুলশান থানাতে গিয়েছি কোর্টের একটা ডকুমেন্ট সাবমিট করতে। কাগজটা অত্যন্ত জরুরী তাই নিজেরই যেতে হল। ওসি সাহেবকে কল দিয়েছিলাম, উনি জানালেন যে উনি বাসা থেকে রওনা দিয়েছেন, থানায় পৌঁছতে ১৫/২০ মিনিট লাগবে। রাস্তায় জ্যাম না থাকায় আমি একটু আগেই পৌঁছে যাই থানায়। যেহেতু ওসি সাহেব এখনও আসেন নি, তাই ঠিক করলাম এখন থানার ভিতরে না যেয়ে, বাইরে নিজের গাড়িতেই বসে থাকি। থানার সামনে গাড়ি পার্ক করে বসে আছি আর ওসি সাহেবের থানায় আসার অপেক্ষা করছি।

(গাড়ির 'মেইন ব্যাক মিরর' যেটা কিনা সামনের দুই সিটের মাঝখানে সিলিঙে এটাচড থাকে, সেটাতে শখ করে অনেকেই অনেক কিছু ঝুলিয়ে রাখে.... যেমন কেউ ঝুলিয়ে রাখে সিডি, কেউ ঝুলিয়ে রাখে তজবি বা কেউ কেউ সুতো দিয়ে বাঁধা দিয়ে কিছু একটা। গাড়ি কেনার পর থেকেই আমি ঐ স্থানে একটা বক্সিং গ্লাভস ঝুলিয়ে রাখতাম ভাব মারার জন্য। বিয়ের পর বউ নিজ হাতে বক্সিং গ্লাভসটি সরিয়ে ফেললো। এরকম বিধ্বংসী জিনিস একজন ভদ্রলোকের গাড়ীতে থাকতে পারে না। আমিও মেনে নিলাম। তার কয়েকদিন পর, আরও একটি ভাবের আইডিয়া আসলো। একটা সতিকারের 'হ্যান্ড কাফ' কিনলাম পলওয়েল মার্কেট থেকে এবং ওটা ঝুলিয়ে রাখলাম ওখানে। বউ যখন গাড়িতে ওঠে না, তখন ঐ হ্যান্ড কাফটি ঝুলিয়ে রাখি।

থানার সামনে গাড়িতে চুপ করে বসে আছি... ...ওসি সাহেব এখনও আসেন নি। গাড়িতে একা একা বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম। সামনে যা পাচ্ছিলাম তা নিয়েই গুঁতাগুঁতি করছিলাম। হুট করে হ্যান্ড কাফটি চোখে পড়ল। চাবি দিয়ে হ্যান্ড কাফটি খুলে হাতে নিলাম। মনে মনে ভাবছি এই সহজ জিনিসটা কত সহজে মানুষকে আটকিয়ে রাখে; কিন্তু এটা হাতে পড়লে যে মুভমেন্ট করতে খুব কষ্ট হয় তা কিন্তু না। কি মনে হল, নিজেই নিজের দু'হাতে হ্যান্ড কাফ লাগালাম; দেখি তো আসলে মুভমেন্ট করতে সমস্যা হয় কিনা। হাতে পরে দেখলাম, নাহ! খুব একটা সমস্যা হয় নাহ..... কানও চুলকানো যায়, চশমাও হাত দিয়ে খোলা যায়। এক্সপেরিমেন্ট শেষ..... এখন, যখন চাবি দিয়ে খুলতে যাব হ্যান্ড কাফ তখন দেখি 'ওমা ... সব করা যাচ্ছে কিন্তু' চাবি দিয়ে হ্যান্ড কাফ খোলা যাচ্ছে না'।

ঠান্ডা মাথায় বসে আছি.... দেখলাম হ্যান্ড কাফের মেকানিজম এমন ভাবেই করা থাকে যেন হাতে চাবি থাকলেও কেউ নিজের হ্যান্ড কাফ নিজে না খুলতে পারে। আশে পাশে লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে, কাউকে ডেকে খুলে দিতে বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছি। থানার সামনের পার্ক করে থাকা গাড়ির ড্রাইভার একজনকে বলছে 'ভাই এই নিন চাবি.... এখন হ্যান্ড কাফটি খুলে দিন তো প্লিজ'.... বিষয়টা খুব একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। আমি হাত নিচু করে বসে আছি আর সমানে ঘামছি। ওসি সাহেব থানায় ঢুকেই আমার মোবাইলে কল দিলেন। আমি মোবাইলটি নিচে রেখেই ওটার স্পিকার অন করে ফোনটি রিসিভ করলাম। ওসি সাহেব জানালেন যে উনি আমার জন্যই থানায় এসেছেন ৫ মিনিটের জন্য। এখনই বের হয়ে যাবেন জরুরী কাজে.... আমি কোথায়?

আমি বললাম ওসি সাহেব আমি আসছি.... ৩/৪ মিনিট সময় দেন। মাথা কাজ করছে না কি করা উচিত। হ্যান্ড কাফ পরা অবস্থাতেই মুডের উপর হেঁটে থানায় ঢুকে যেতে পারি.. হোক না হাতে হ্যান্ড কাফ পরা, তাতে কি? আমি তো আর দোষের কিছু করিনি.... কাউকে চাবি দেখিয়ে রিকোয়েষ্ট করলেই শিওর খুলে দিবেন আমার হাত। আবার, প্ল্যান বি হিসেবে গাড়িতে বসে থেকেই, দুই হাত এক পকেটে ঢোকানোর চেষ্টাও করেছি.... বড়ই হাস্যকর উদ্যোগ এবং ফলাফল। একবার ভাবলাম বাসার কাউকে কল দিয়ে কি আসতে বলব এখানে? কিন্তু এদিকে ওসি সাহেব তো ততক্ষণে বের হয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে স্বয়ং ওসি সাহেব ছাড়া আর কেউ আমাকে হেল্প করতে পারবে বলে মাথায় আসছিল না। সাহস করে আমি ওসি সাহেবকেই কল দিলাম... ... ওসি সাহেব ফোন ধরেই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন 'ভারি আজব মানুষতো আপনি.... আসছেন না কেন? ঠেকা কার? আপনার না আমার? আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে উনাকে বলি 'ওসি আঙ্কেল, কিছু মনে করবেন নাহ আপনি কি একটু একা কষ্ট করে থানার বাইরে আসবেন প্লিজ? আমি গাড়িতে বসে আছি কিন্তু বের হতে পারছি না ... আপনি আসলে বুঝতে পারবেন কেন বের হতে পারছি না... একটু দয়া করে একা কষ্ট করে আসবেন?

'ভারি আজব মানুষ তো আপনি...' বলে উনি ফোনটা মুখের উপর রেখে দিলেন। কে জানে.ওসি সাহেবদের দেমাগ হয়ত উনারা ওসি বলেই অল টাইম হাই থাকে। উনাকে রিকোয়েষ্ট করাটাই মনে হচ্ছিলো আমার ভুল হয়েছে।
তাড়াহুড়ায় থাকার কারণেই হোক আর ওসি সাহেব বড় মনের মানুষ বলেই হোক, উনি থানা থেকে বের হয়ে আসলেন। আমার গাড়ি একটু সামনে রেখেছি তাই লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উনি হেঁটে হেঁটে আসছেন... কিন্তু একা আসছে না ...সাথে ২/৩ জন পুলিশ কনেস্টবল। এখন ওসি সাহেব থানা থেকে হেঁটে বের হবেন আর সাথে ২/৩ জন জুনিয়র থাকবে নাহ, তা তো হয় নাহ।
আমি বসে আছি হাত নিচু করে আর ব্যাক মিররে দেখছি ওসি সাহেব জোরে জোরে হেঁটে হেঁটে গাড়ির দিকে আসছেন তার ফোনে ধারণা হওয়া আজব মানুষটিকে দেখতে।
জীবনে এই প্রথম, চোর না হয়েও, 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ' ফিলিংসটা কি জিনিস টের পেলাম.....
(ইয়ে... এই গল্প শেষ...অনিবার্য কারণে এই গল্পের কোনও দ্বিতীয় পর্ব নেই!)

কসাই ম্যানেজমেন্ট:

কোরবানির ঈদ এর সময় কসাই ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবার আব্বা হজ্জে গিয়েছিলেন বলে এই ম্যানেজমেন্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। অনেকেরই ফিক্সড কসাই থাকে যারা প্রতি ঈদে সেই বাসারই কাজ করে কিন্তু আমাদের বাসায় আজ পর্যন্ত কোনও কসাই টিকতে পারল না। প্রতি ঈদ এই কসাই এর সাথে আব্বার বচসা, 'মাংসের পিসের সাইজ কন্সটেন্ট থাকছে না কেন? তোমার ঐ লোক বসে আছে কেন? প্রফেশনাল কসাই হলে এক কোপেই তো এই পিস আলাদা করে ফেলতে পারতে, তোমার হাতের কাজ দেখে তো বোঝাই যায় যে তুমি ঈদ এর সময় ছাড়া বাকি সময় রিকশার পাম্প ভরার কাজ করো...'।
এরকম কথাবার্তা শোনার পর কোনো কসাই যে পুনঃরায় ঐ বাড়িতে আসবে তা ভাবার খুব একটা কারণ নেই। আমিও রাগারাগি করতাম যে 'আব্বা তুমি এতো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে খিচ খিচ কোরোনা তো... ...বিশ্রী লাগে...'।
কার কথা কে শুনে, উনি সমানে বলেই যেতেন, 'ঐ কসাই তুমি এই কাঠের গুঁড়িটা কোথায় পাইছ? এখানে আসার সময় রাস্তা থেকে টোকায়ে নিয়ে আসছ? ঐ উত্তর দাও না কেন? ঐ'...?
এই ঈদ এ যেহেতু আব্বা নেই তাই সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। ঈদের এক সপ্তাহ আগে আমার লোকজনকে বললাম, 'যাও ঢাকার বেস্ট কসাই নিয়ে আসো। যত টাকা লাগে আমি দিব, নো হাঙ্কি পাঙ্কি এবার কসাই ইস্যু নিয়ে...'।
আমার ড্রাইভার দুই দিনের মধ্যে ঢাকা শহর খুঁজে বেস্ট কসাই কে আমার সামনে হাজির করলো। ড্রাইভার জানালো 'তার নাম সাচ্চু কসাই। ওর চোখের দিকে তাকালেই নাকি গরু বুঝে যায় যে জবাইয়ের সময় নড়াচড়া করে লাভ নেই...' এই টাইপের কসাই সে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে উনাকে বললাম 'এডভান্স কত দিব'? উনি দাঁতে খিলাল করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন 'দেন যত মনে চায়। আমি যা চামু তাতো আর দিবেন না'।
এই বেয়াদপটা কসাই না হলে উনাকে আমি ঐ মুহুর্তেই রুম থেকে বের করে দিতাম, কিন্তু ঠেকা যেহেতু আমার তাই কিছু বললাম না।
তারপরে তার কাছে থেকেই জেনে নিলাম আন্দাজ কত টাকা দিতে হতে পারে মোট। সেই অনুযায়ি তার হাতে টাকাটার অর্ধেক তুলে দিতেই উনি টাকা গোনা শুরু করলেন। যখন টাকা বুঝে তা গুনে নিচ্ছিলেন তখন দেখলাম উনার বাম হাতের ৩টা আঙ্গুল কাটা।
উনাকে বিদায় করার পর আমার ড্রাইভারকে বললাম 'এর তো নিজেরই ৩টা আঙ্গুল নাই! সে কিসের প্রফেশনাল হল'? ড্রাইভার বলল, স্যার, 'বড় বড় প্রফেশনাল গুন্ডাদের যেমন শরীরে কাজের ২/১ টা নিশানা থাকে তেমনি হেরও আছে'।
আমি বললাম, 'হুম'।
ঈদের দিন নামাজ পড়তে যাওয়ার আগেই দেখি সাচ্চু কসাই হাজির। গরুর ঠিক পাশে বসে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছেন আর মোবাইলে কার সাথে জানি উচ্চস্বরে ঝগড়া করছেন। আমি মুখে হাসি নিয়ে ওনার কাছে গিয়ে বললাম, 'গুড টাইম ম্যানেজমেন্ট, আপনার বাকি লোকজন কোথায়'?
সাচ্চু জানালেন, তারা এখনই এসে পড়বে।
আমি বললাম, 'নামাজ শেষ করে আমি আর বাসায় যাব না, একবারে গরু ছাগল গুলো জবাই দিয়ে, কাজ শুরু করিয়ে দিয়ে তারপর উপরে যাব। আপনি সবকিছু রেডি করেন'।
নামাজ পড়ে এসে দেখি সাচ্চু কসাই আর আমার ড্রাইভার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে আর আমার ড্রাইভারের মোবাইল দিয়ে সাচ্চু কসাই কাকে যেন ফোন করার চেষ্টা করছে। আমি

কাছে এসে বললাম, 'এ কি? চাটাই-মাটাই কই? কিছুই তো বিছানো হয়নি এখনও'।
ড্রাইভার আমার কাছে এসে চিন্তিত মুখে জানালো, 'সাচ্চুর যে ভাগিনাকে টাকা দিয়ে গতকাল সকালে আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আজ সকাল থেকে সে টাকা সমেত লাপাত্তা'। আমি সাচ্চুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে ফোনে কাকে জানি বলছে, 'নটির পুত তুই বরিশালে কি করস'?
আমি ২/১ জায়গাতে ফোন করে অন্য কসাইকে দ্বিগুন টাকার লোভ দেখিয়ে আনার বন্দোবস্ত করলাম। সিকিউরিটি কে বললাম, 'এই সাচ্চু না বাচ্চু এরে যেতে দিবেন না। অন্য কসাইয়ের সাথে কাজ করে সে পয়সা উশুল করবে'। সাচ্চু মাথা নেড়ে জানালো যে, সে রাজি আছে।
৪০ মিনিটের মধ্যে অন্য টিম হাজির হয়ে গেলো। অন্য একটা গরুকে বেঁধে শোয়ায়ে আল্লাহু আকবার বলার আগেই আমার ফোন পেয়ে দ্বিগুন টাকার লোভে পুরো টিম এসে পড়েছে। নিজের বিপদ আগে সামলানো দরকার তাই কার গরু বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে ওটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। সাচ্চু ঐ কসাইকে বললেন, 'এরে শুয়ায়ে রাইখে আইসে পরছেন? পশুর প্রতি মায়া মহব্বত নাই আপনাদের? মুখের সামনে কিছু ঘাস দিয়ে আসতেন কমসে কম। যাউকগা, আহেন কাম শুরু করি'।
নতুন কসাই টিম এই সাচ্চু কে খুব একটা পছন্দ করছিল না কিন্তু সাচ্চু জান প্রান দিয়ে চেষ্টা করছিলেন কাজের মাধ্যমে তার পয়সা উশুল করতে।
কিস্কুক্ষণ দেখেই বুঝে গেলাম সাচ্চু মিয়া কসাইয়ের কাজ কিন্তু খারাপ জানে না। মাংসের পিস কেমন হতে হবে, সিনার হাড্ডি কিভাবে সাইজ করতে হবে, চামড়া, কি ভাবে কাটলে বেশী দামে বিক্রি করা যাবে এসব বিষয়ে আসলেই সে দক্ষ। কিন্তু নতুন টিম কোনভাবেই একে মেনে নিতে পারছিল না। হয়তো প্রফেশনাল জেলাসির কারনেই হবে। আমি সাচ্চুকে সাইডে ডাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'আপনার কাজে হাত দেবার দরকার নেই, আপনি শুধু তদারকি করেন, তাহলেই হবে'। উনি খুশি হয়ে আমাকে বললেন, 'স্যার আপনি ভাবীরে বলেন পিয়াজ কাঁটা শুরু করতে। একটু পর থেকেই মাংস যাওয়া শুরু হইব। আমারে যখন দায়িত্ব দিচ্ছেন তখন আর আপনার চিন্তার অবকাশ নাই'।
আসলেই সাচ্চু সেই রকম ম্যানেজমেন্ট করে ২টা গরু ৪টা খাসি সময়মত শেষ করে ফেললেন।
এর মধ্যে কিছু ঘটনাও ঘটলো।
উনি নতুন টিমের এক জুনিয়ার পিচ্চিকে থাপ্পড় দিয়ে মাংসের মধ্যে ফেলে দিলেন। কোনও মতে সাচ্চুকে থামানো হল। পরে শুনলাম ঐ পিচ্চি নাকি তার লুঙ্গির ভিতরে করে মাংস চুরি করছিল এবং এর শাস্তি স্বরূপ ঐ পিচ্চিকে দিয়েই তিনি এক থাপ্পর প্লাস ৬টা গরু-খাসির নারি-ভুঁড়ি পরিষ্কার করালেন। আবার একজন মাংসের টুকরো একটু বড় করছিল বলে ওকে জোর করে ঐ কাঁচা মাংস প্রায় খাওয়ায়ে দিতে গিয়েছিলেন আর বলছিলেন, মুখে নিয়ে দেখ এতো মাংস মুখে আটে কি না... ...টুকরা ছোট কর হাতেম তাইয়ের পুত'।
এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে গরু ছাগল বানানো অবশেষে শেষ হল।
আমি তার মেনেজারিয়াল প্রতিভা দেখে ওকে বাসার ডেকে নিয়ে পেট ভরে দুপুরের পোলাও কোরমা খাওয়ালাম, ১০০০/- টাকা বকশিশ দিলাম আর তার বাসার জন্য ২ প্যাকেট মাংস দিলাম। উনি ঠিক যাবার আগে বললেন, 'স্যার আমি বাড়ি যাব না, কোথাও যাব না, আমার নিজের ভাইগ্না আমারে যেভাবে অসম্মান করছে আর আপনি পর হয়ে আমাকে যেভাবে সম্মান করলেন, আমি আপনার সাথে সারা জীবন থাকব। এই নেন আপনার মাংসের পোটলা ফেরত'।
আমি বললাম, 'আপনাকে আমি কি চাকরি দিব? আমার এখানে তো আর মাসে মাসে গরু" জবাই হয় না। আর আপনি কসাইগিরি ছাড়া আর কিছু তো পারেনও না। আপনাকে দিয়ে তো অন্য কোনও কাজ হবে না'।
উনি বিচলিত না হয়ে দাঁত বের করে বললেন, 'হওয়াইলেই হইব, আমি কোথাও যাচ্ছিনা'... ... বলে মাটিতে বসে পড়লেন।
যাই হোক, এই সাচ্চু মিয়া গত কোরবানির ঈদ থেকে আমার সিকিউরিটি কোম্পানির সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। দিনের বেলা আমার অফিসের ক্যান্টিনের কাঁচা বাজার করেন (যেখানে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ মানুষের দুপুরের রান্না হয়) আর রাতের বেলা সাইকেল দিয়ে আমার প্রোজেক্টে প্রোজেক্টে ঘোরেন। উনি যদি কোনও প্রোজেক্টের সিকিউরিটি গার্ডকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরতে পারেন তাহলে ঐ গার্ডের খবরই আছে।

উপসংহার-

the mass people of Bangladesh are not use-less, they are used-less

arif@a-r-i-f.net

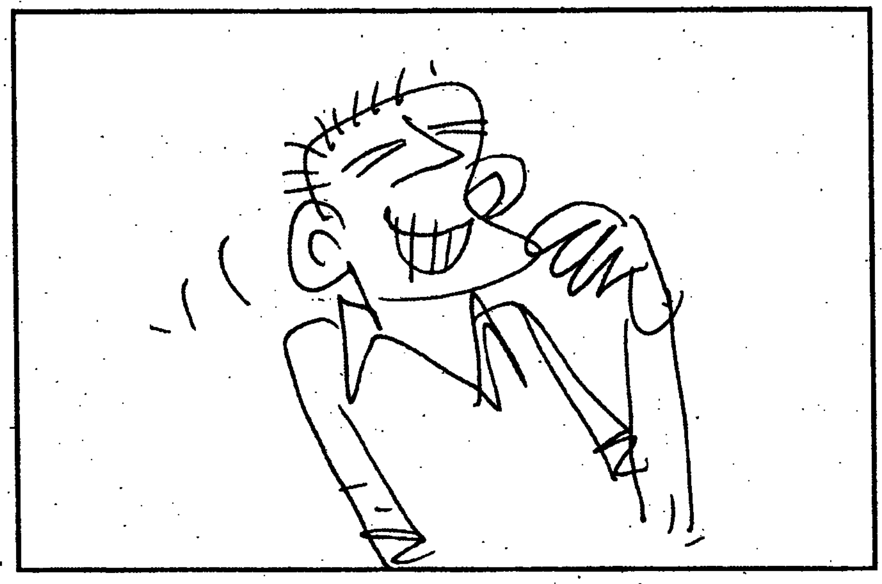

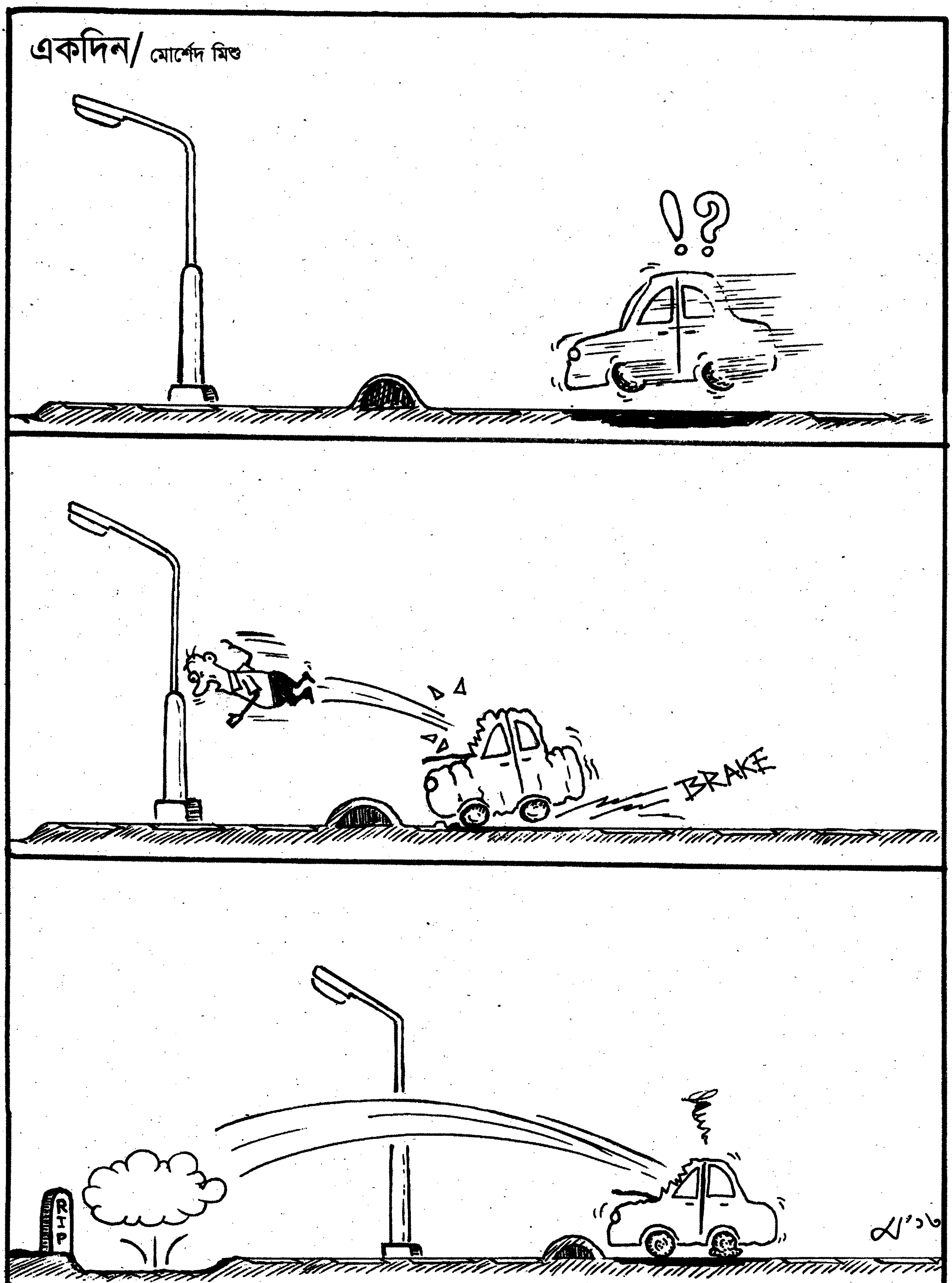
একদিন/ মোর্শেদ মিশু
!?
BRAKE
RIP

টিভি চ্যানেলগুলোতে আজকাল যে সমস্ত এ্যাড হয় তার আইডিয়ার কোন মা-বাপ নাই। কে যে কি বোঝাতে চায় বলা মুশকিল। সেইরকম কিছু এ্যাড নিয়ে এই ফিচার। তবে আইডিয়া উন্মাদীয় দৃষ্টিকোনে...

টিভি এ্যাড!

কার্টুন- আয়ান

শোন জহির আমাকে ফোন করত ঠিকই কিন্তু আমি ওর ফোন ধরতাম না। (আসলে রিসিভ বাটনটা নষ্ট ছিল ধরব কিভাবে)
বিলকিস আমাকে চিঠি লেখত আমি ঐ সব খাম খুলেও দেখতাম না! (হে হে ... আসলে ও এমন পাতলা খাম ব্যাবহার করত খাম খুলতে হত না বাইরে থেকেই পড়া যেত!)
বস টপটেরর বিকাশ আপনেরে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে।
আমার ফেসবুক এ্যাকাউন্টের খবর তুমি কিভাবে পেলে?
সরি্য বস আপনার এ্যাকাউন্ট হেক করছিলাম!
দেশ দেশ বাংলা লিংকন দেশ...
ভাই কোন দেশের কথা কন? ভারত বার্মা না শ্রীলঙ্কা? ড্রেস দেইখাতো বোঝার উপায় নাই কোন দেশ...!

কমিকসের সুপার ক্যারেক্টারগুলো কে কি করে দৈনন্দিন জীবনে?

ওয়াহিদ ইবনে রেজা বাপ্পি

সুপার ম্যান

তাকে সবসময় তার লাল আন্ডারওয়্যার ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখতে হয়। কারণ যখন তখন পরে ছুটতে হবে।

স্পাইডারম্যান

তাকে সবসময় ঝুল পরিস্কার করতে হয় অবসর সময়ে, কারণ তার হাতের তালুর জাল আর বাসার ঝুল টাইপ জাল এর সাথে ক্রশ হয়ে যেতে পারে।

ইনক্রেডিবল হাল্ক

তাকে সবসময় তার সঙ্গে সুই সুতা রাখতে হবে কারন হাল্ক থেকে নরমালে মানুষে আসলে পরে ছেড়া শার্ট পেন্ট শেলাই করতে হয়।

ব্যাট মেন

ব্যাটমেনকে সবসময় ব্যাংক কে দৌড়াতে হয় ব্যাট কেভ এর ইলেকট্রিক বিল গাড়ির তেলের, পিসির অনলাইন বিল...এসব ক্লিয়ার করতে!

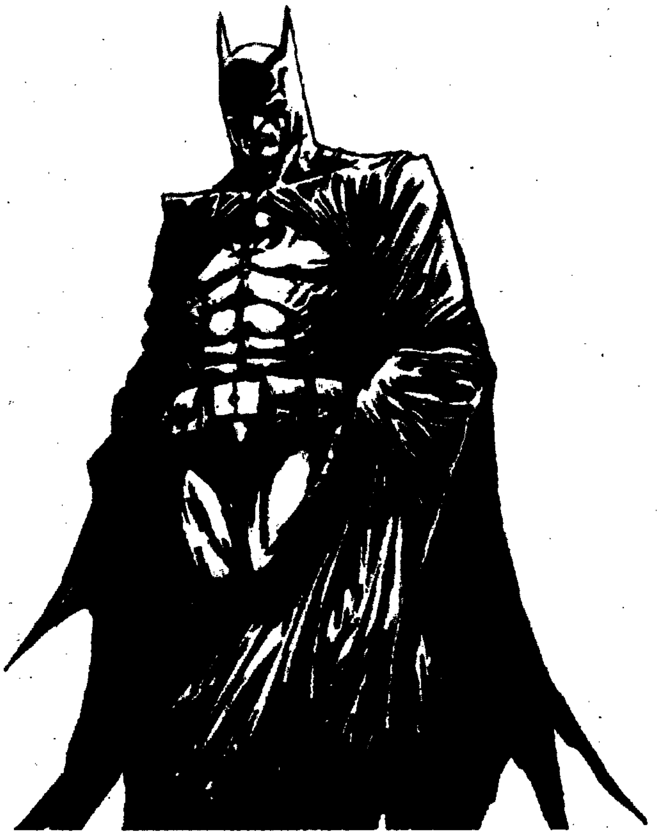

থর

গড অফ থান্ডার থর সবসময় বিপদে থাকে হাতুরী নিয়ে। কারন আশের পাশের কেউ না কেউ সব সময় তার হাতুরীটা ধার চায় বাসায় পেরেক লাগাবার জন্য।

টার্জান

টার্জান সবসময় একটা হতাশায় থাকে কারণ ঈদে বা বড় দিনে সে কোন নতুন জামা পড়তে পারে না।

ক্যাটওমেন

গলায় কাটা লাগলেই ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ছুটে এসে ক্যাটওমেনের পা চেপে ধরে (ছেলেরা ছাড়তে চায় না)। বলে ক্যাট ওমেন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

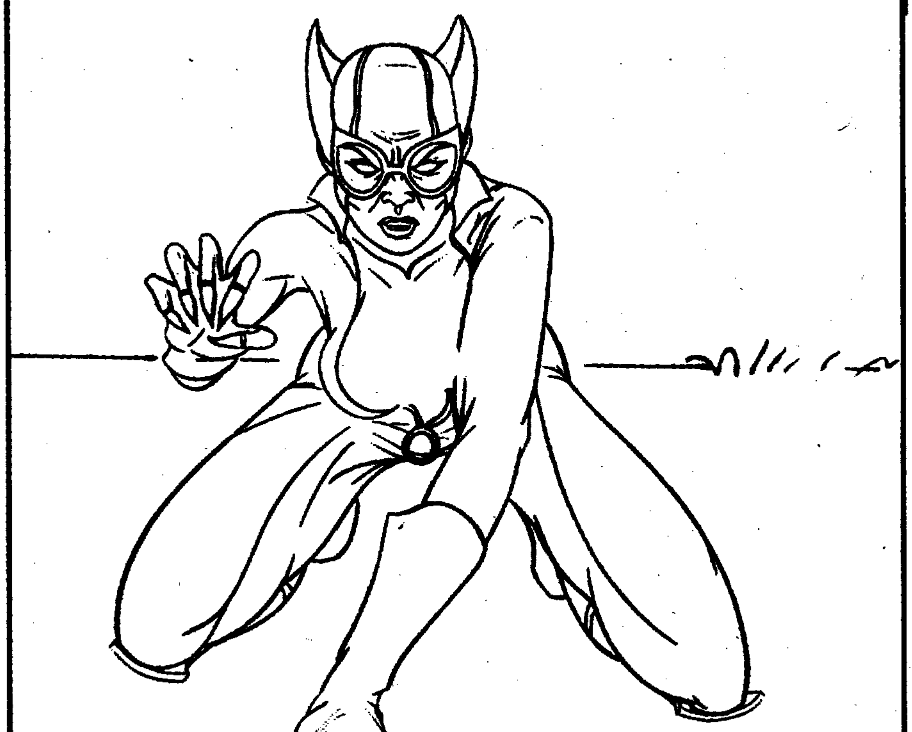

একটা মুরগীর বাচ্চা দৌড়ে রাস্তা পার হল। খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। কিন্তু পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যদি এই স্বাভাবিক ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে বিষয়টি কি দাড়াবে? প্রথমেই স্যার আইজ্যাক নিউটন তারপর পর্যায়ক্রমে আরো অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী

একটি বৈজ্ঞানিক ফিচার!

ক্যারিকেচার- তন্ময়/ লেখা- উন্মাদ গবেষনা সেল

আলবার্ট আইনস্টাইন-
মুরগীর বাচ্চাটা দৌড়াচ্ছে না তার পায়ের নিচ দিয়ে রাস্তাটা সড়ে যাচ্ছে তা নির্ভর করছে তোমার দেখার আপেক্ষিকতায়...
!
হাইজেনবার্গ-
যেহেতু মোরগীর বাচ্চাটা দ্রুত ছুটে রাস্তা পার হচ্ছে কাজেই একই সঙ্গে বাচ্চাটা আর তার দৌড়ের গতি তুমি এক সঙ্গে পর্যবেক্ষন করতে পারবে না...।
স্টিফেন হকিং-
মহা বিশ্বে অসংখ্য প্যারালাল ইউনিভার্স আছে। সেখানে অসংখ্য মুরগীর বাচ্চা রাস্তা পার হবার জন্য ছুটছে...তার একটাও যদি পার হতে পারে তবে বুঝতে হবে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মহাবিশ্বে এক অনিবার্য সংঘাত ডেকে আনবে...
!
কোপারনিকাস-
মুরগীর বাচ্চাটা রাস্তা পার হতে দৌড়ায়নি... পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে বলে মনে হতে পারে সে দৌড়াচ্ছে ...

জীবনের মূল্য বাড়ে নি! বরং কমেছে...
কোপা...
কার্টুন- হিরক
পরীক্ষার পাশমার্কও বাড়ে নি...
হারামজাদা এইবারও ৩৩ উঠাতে পারলি না! ফেল!!
স্বামীর কথার মূল্য স্ত্রীর কাছে বাড়ে নাই ...
বিশ্বাস কর অফিসের কাজে আটকে গিয়েছিলাম!

বাড়েনি
শেয়ারের দাম বাড়ে নাই বরং কমছে...
ওস্তাদ শেয়ারের অবস্থা? কি
মন্ত্রীর অষুধ কি আইছে ?
সময়ের দাম বাড়ে নাই...রাত দিন ছেলে মেয়েরা
ফেসবুক টুইটার ইউটিউব আর স্কাইপে বসে ঝিমায়...
উন্মাদ সেই ২৫ টাকাই এখনো...
উন্মাদ

মিনি কমিকস্

প্যারালাল ওয়ার্ল্ড!

আহসান হাবীব

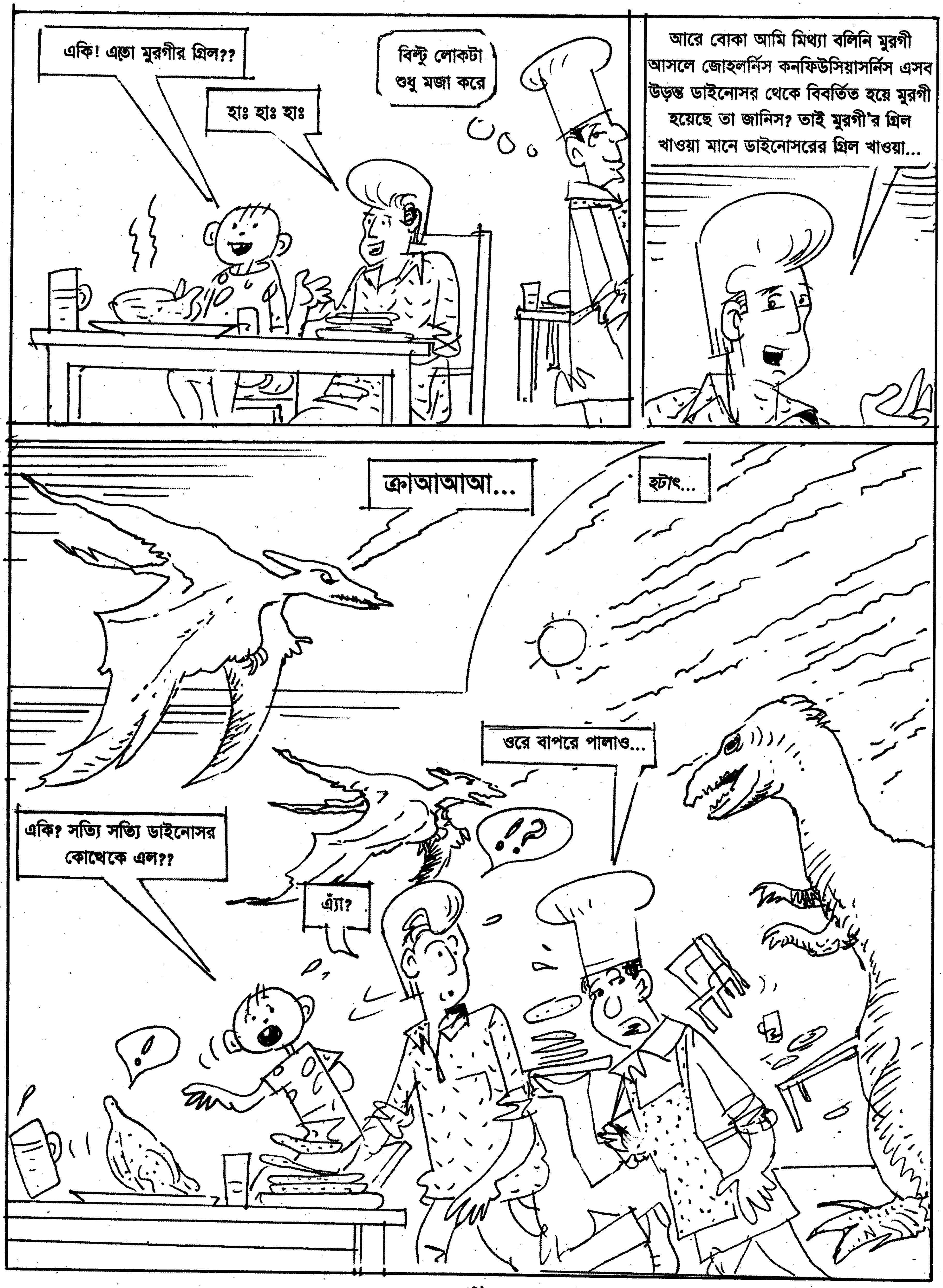
একি! এতো মুরগীর গ্রিল??
হাঃ হাঃ হাঃ
বিল্টু লোকটা শুধু মজা করে
আরে বোকা আমি মিথ্যা বলিনি মুরগী আসলে জোহলর্নিস কনফিউসিয়াসর্নিস এসব উড়ন্ত ডাইনোসর থেকে বিবর্তিত হয়ে মুরগী হয়েছে তা জানিস? তাই মুরগী'র গ্রিল খাওয়া মানে ডাইনোসরের গ্রিল খাওয়া...
ক্রাআআআ...
হটাৎ...
ওরে বাপরে পালাও...
একি? সত্যি সত্যি ডাইনোসর কোথেকে এল??
এ্যাঁ?

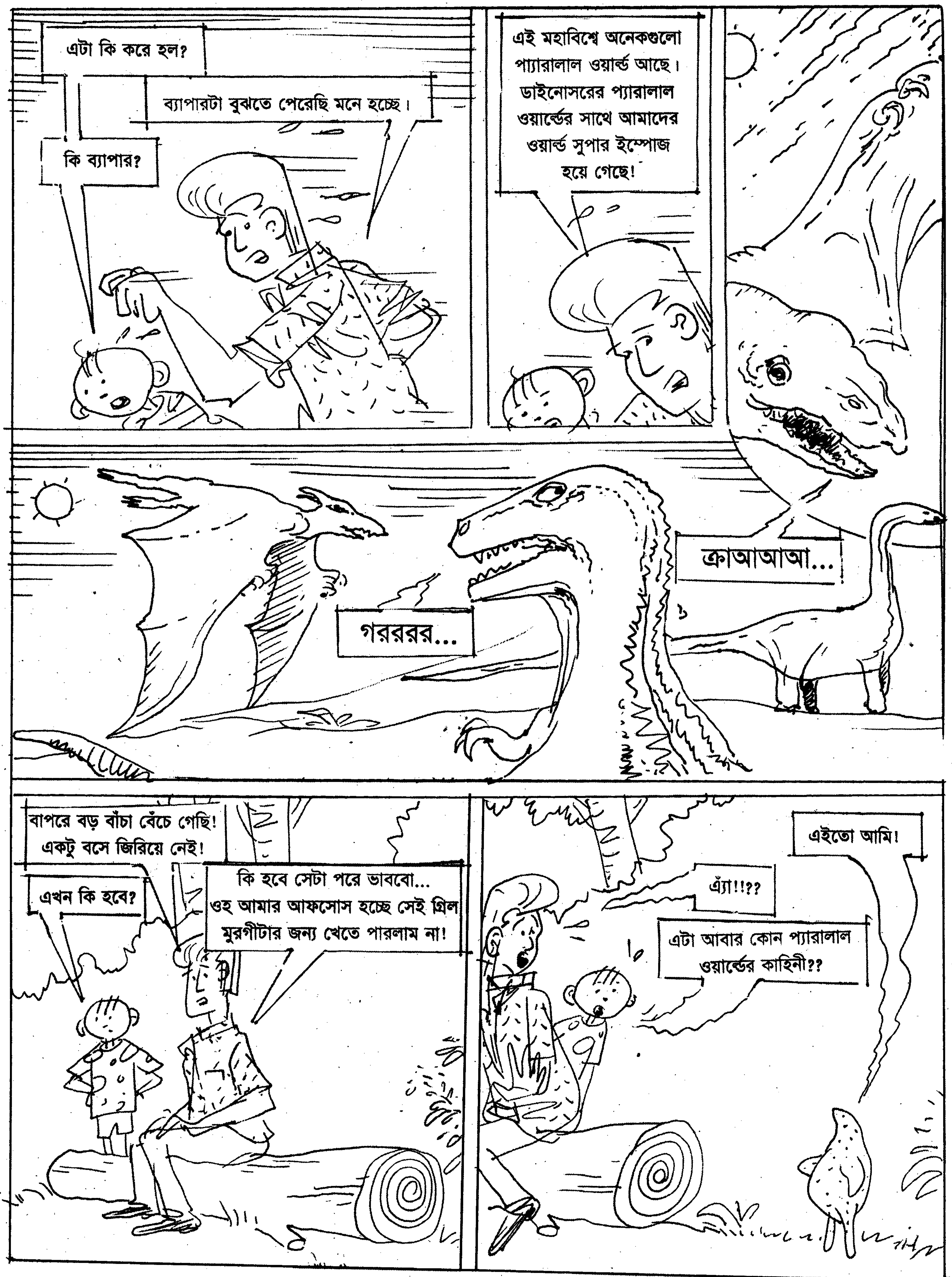
এটা কি করে হল?
ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি মনে হচ্ছে।
কি ব্যাপার?
এই মহাবিশ্বে অনেকগুলো প্যারালাল ওয়ার্ল্ড আছে। ডাইনোসরের প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের সাথে আমাদের ওয়ার্ল্ড সুপার ইম্পোজ হয়ে গেছে!
ক্রাআআআ...
গররররর...
বাপরে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি! একটু বসে জিরিয়ে নেই!
এখন কি হবে?
কি হবে সেটা পরে ভাববো... ওহ আমার আফসোস হচ্ছে সেই গ্রিল মুরগীটার জন্য খেতে পারলাম না!
এইতো আমি!
এ্যাঁ!!??
এটা আবার কোন প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের কাহিনী??

আসছে

২০১৩
একুশে বইমেলা
উন্মাদ
স্টলে

ঢাকা কমিক্স
বাংলাদেশী কমিক্স
http://www.facebook.com/DhakaComics

কোলাজ কার্টুন

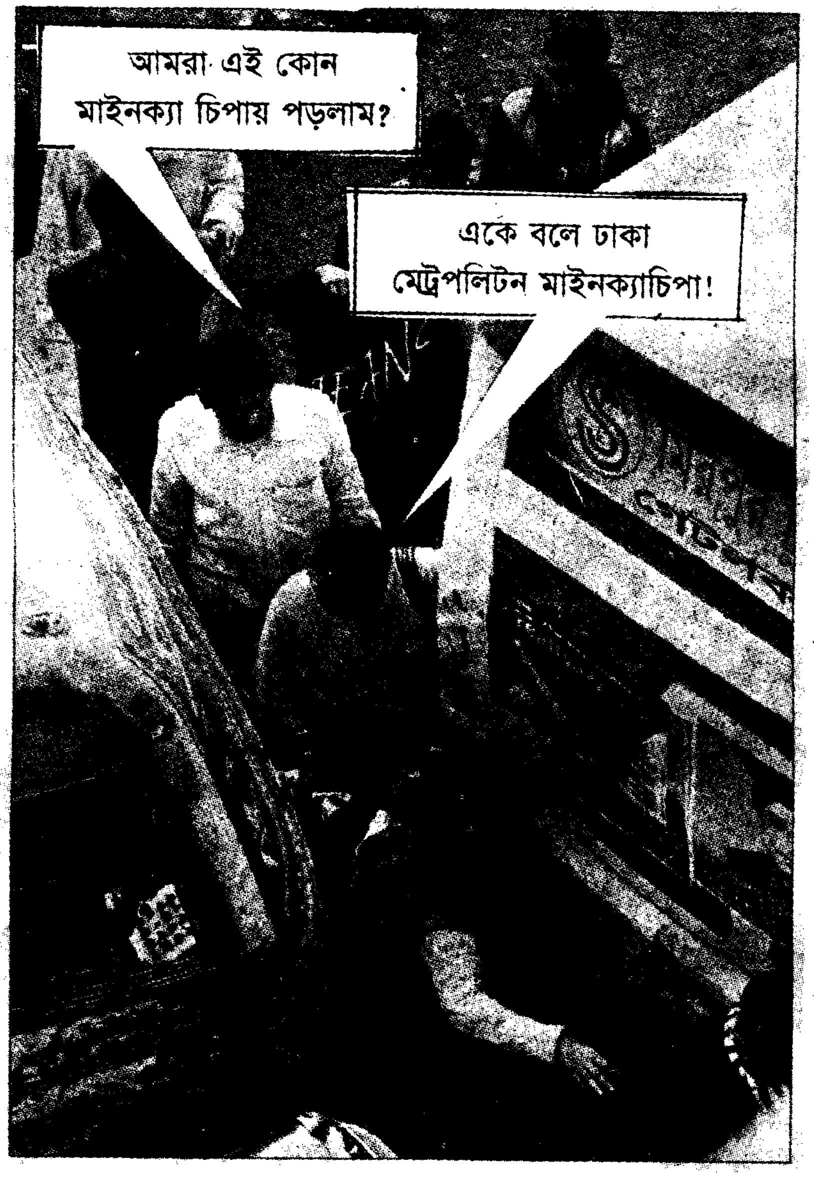

ঢাকার যাত্রাবাড়িতে রাস্তা পারাপারের একটি দৃশ্য...

দুই বিখ্যাত ফুটবলার জিদান আর রোনালদো...

কক্সবাজার সী বীচে ২০১২ এর সীর্যাস্ত দেখতে ভীড়...

কোলাজ কার্টুন

মিশরের নির্বাচনে এক সেন্টারে ভোটের লাইন...

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কিছু ভাস্কর্য...

ভারতের এক গ্রামে বন্যহাতীরা তাড়া করে গ্রামের মানুষদের...

দুই রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে ফুটবলার ম্যারাডোনা

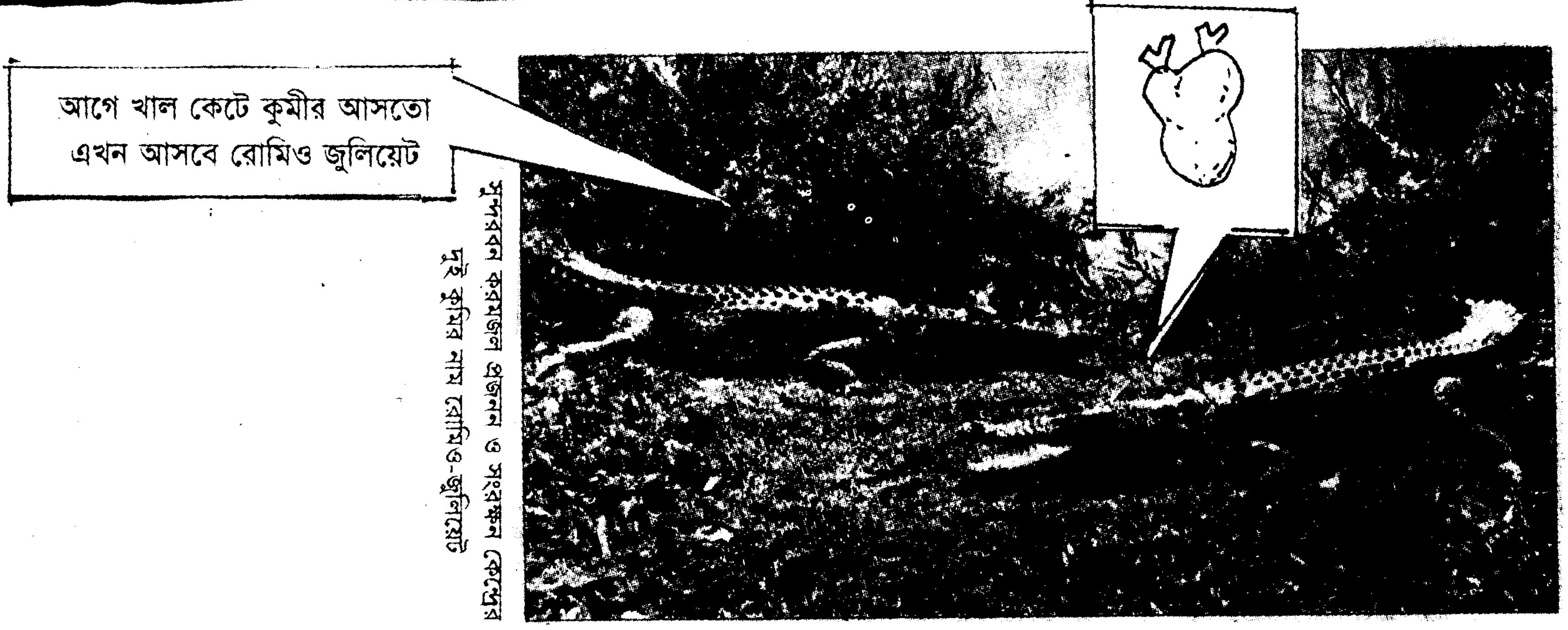

সুন্দরবন করমজল প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে
দুই কুমির নাম রোমিও-জুলিয়েট

ছবি- প্রথম আলো ও বনিক বার্তার সৌজন্যে

চিড়িয়াখানার এক খাঁচায়...

উন্মাদীয় সমস্যা ও তার সমাধান

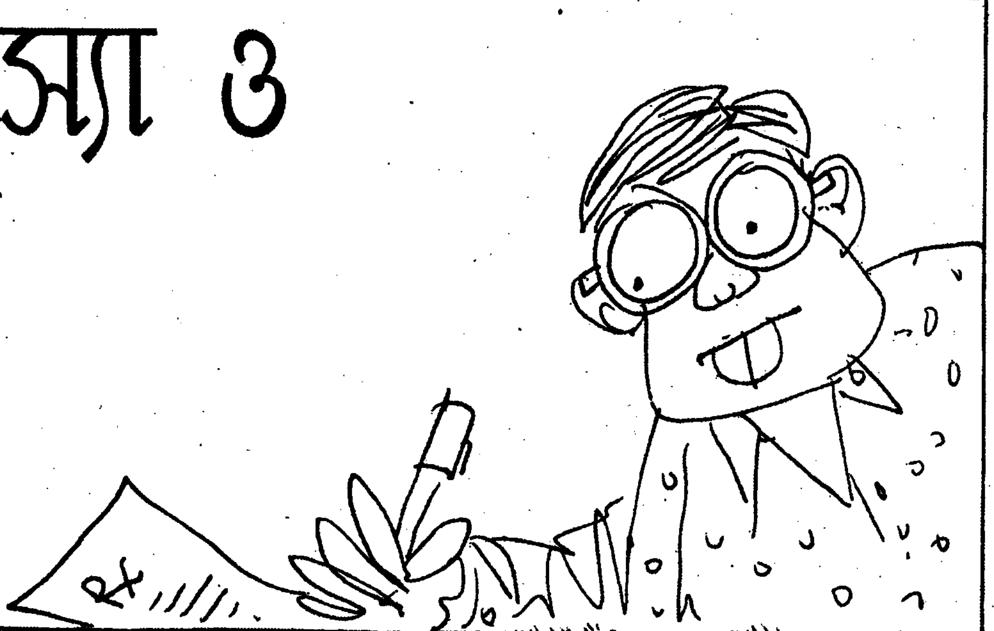

(উন্মাদীয় সমস্যা স্রেফ উন্মাদীয়ই...!)

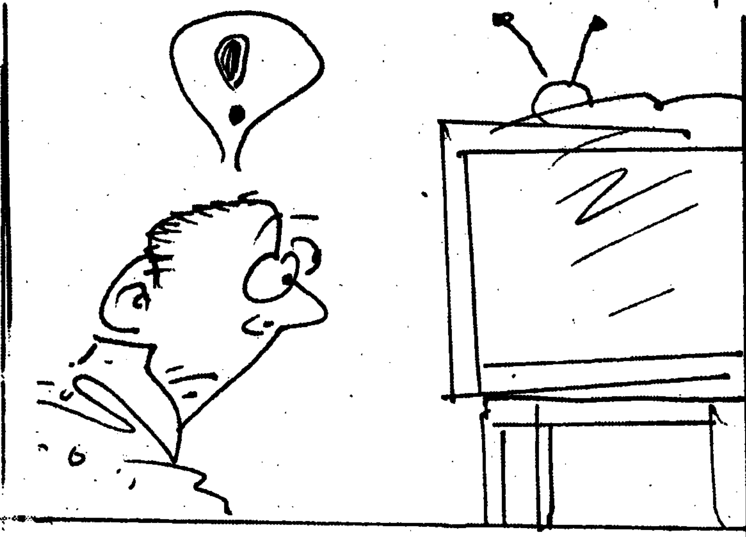

মুহম্মদ হক
মুগাপাড়া, ঢাকা।

সমস্যা- আমার সমস্যা হচ্ছে আমার বাসার টিভি সবসময় ঝাপসা। যে বাসাতেই যাই দেখি ঝকঝকে ছবি। কিন্তু আমার বাসার টিভি ঝাপসা। চার চারটা টিভি বদলালাম। কিন্তু সেই ঝাপসা। কি করি?

সমাধান- আপনার বাসার টিভি মনে হয় ঠিক আছে পরিবারের সবার চোখের কনকেভ লেন্স পাল্টান।

সেলিমদাদ
ঝিকাতলা, ঢাকা।

সমস্যা- আমি বাজার করতে গেলে যার কাছে থেকে মাছ কিনি সে লোকটা ট্যারা। আমি একটা মাছ রা করলে সে পাশের জনকে দিয়ে দেয়। কি করি?

সমাধান- আরেকজন যখন দর-দাম করবে তখন তার পাশে দাড়িয়ে থাকবেন

নিলুফার জাহান
মোহম্মদপুর, ঢাকা

সমস্যা- আমার ছোট বোনের সমস্যা হচ্ছে ওকে যদি প্রশ্ন করি মাছ কোথায় থাকে? তখন সে বলে ' কেন তরকারীর বাটিতে ' কিংবা তাকে যদি বলা হয় একটা গ্রামের শীতের দৃশ্য এর ছবি আঁকতে তখন সে গ্রামের একটা লোককে আঁকে যে সোয়েটার গায়ে দিয়ে দাড়িয়ে আছে। ব্যাস শেষ...তার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত ওকে নিয়ে কি করি?

সমাধান- উন্মাদের আইডিয়া ডিভিশনে পাঠিয়ে দিন। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

ওয়াহেদ উদ্দীন
ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা

সমস্যা- উন্মাদ পড়ে এখন আর আনন্দ পাই না

সমাধান- ঠিকই বলেছেন আমরাও উন্মাদ করে আর আনন্দ পাই না।

বিদেশী কার্টুন

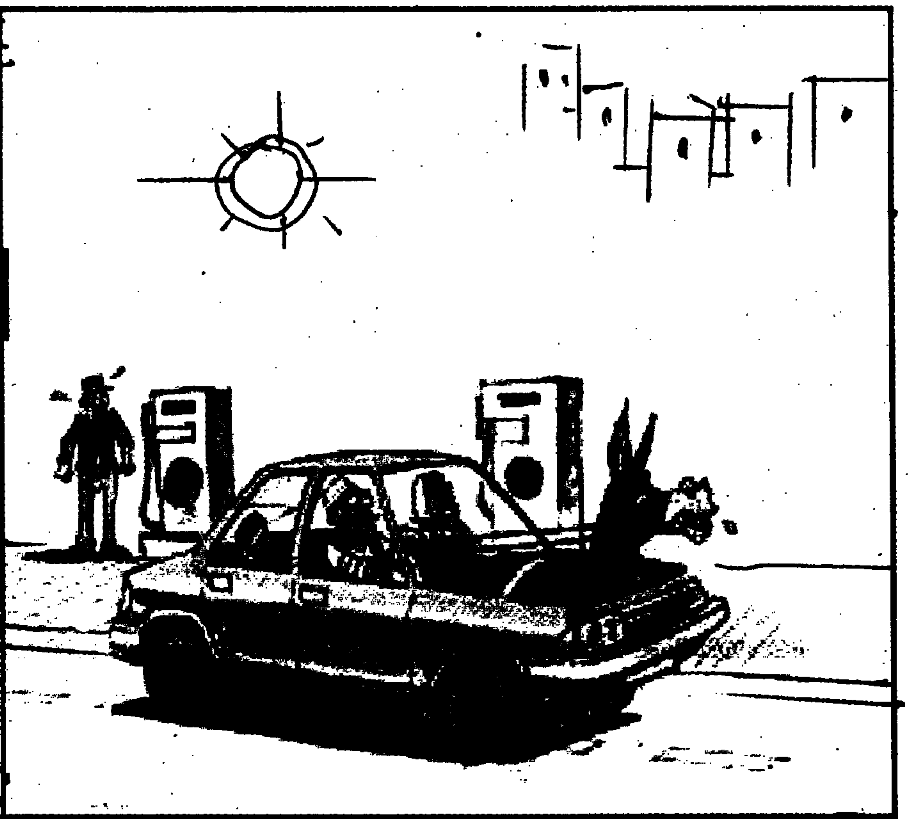

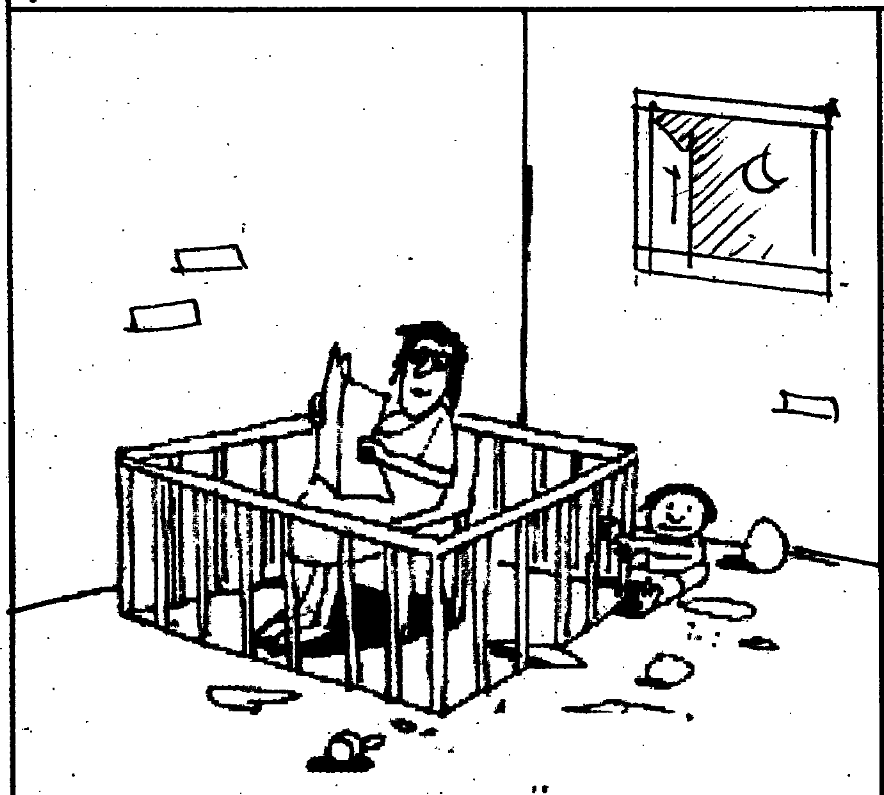

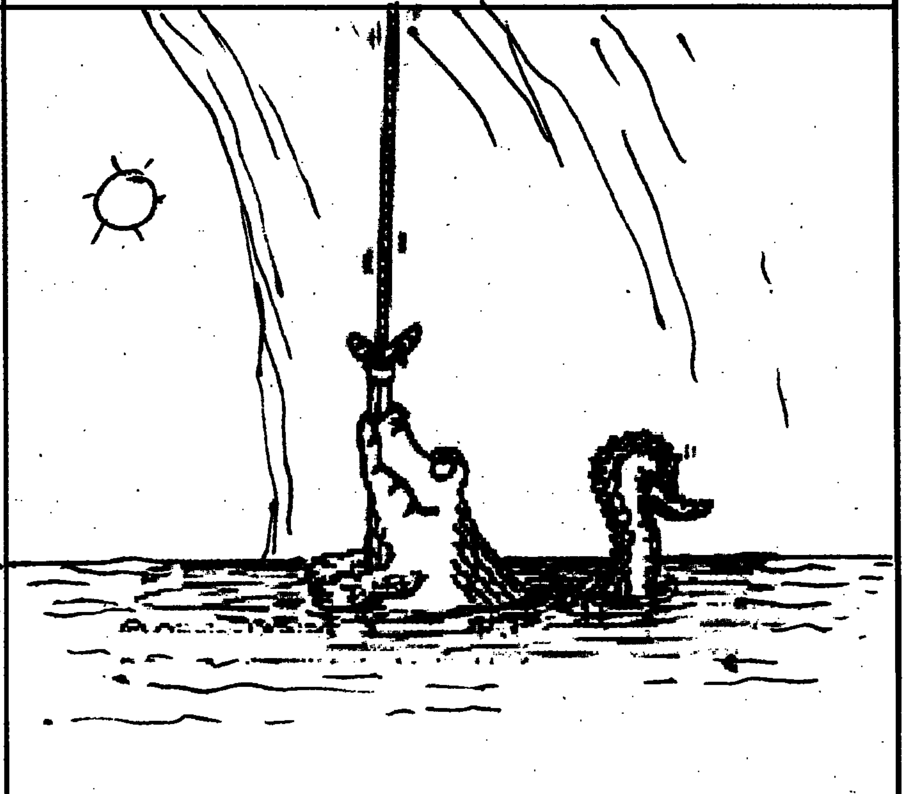

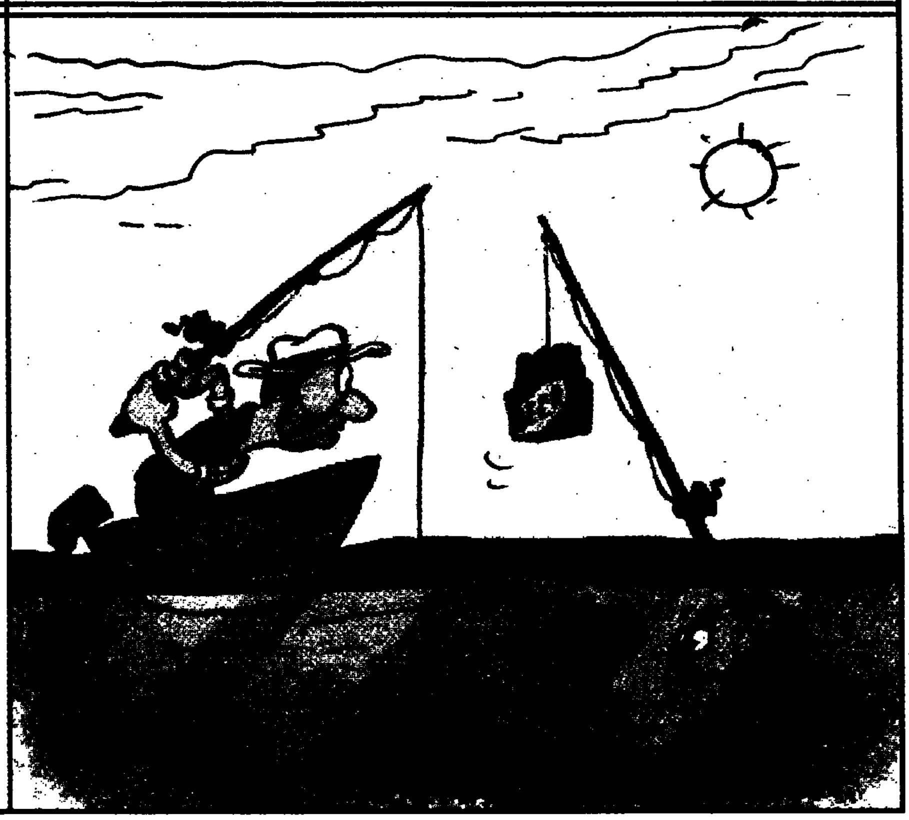

মুরগীই একমাত্র প্রানী যাকে আমরা জন্মের আগে এবং মরার পরে খেয়ে ফেলি!

TRASH

PLEASE DO NOT MAKE NOISE BY DROPPING COINS. OFFER NOTES

বুঝলে এটাকেই বলে 'ওয়্যারলেস টেকনোলজি...'

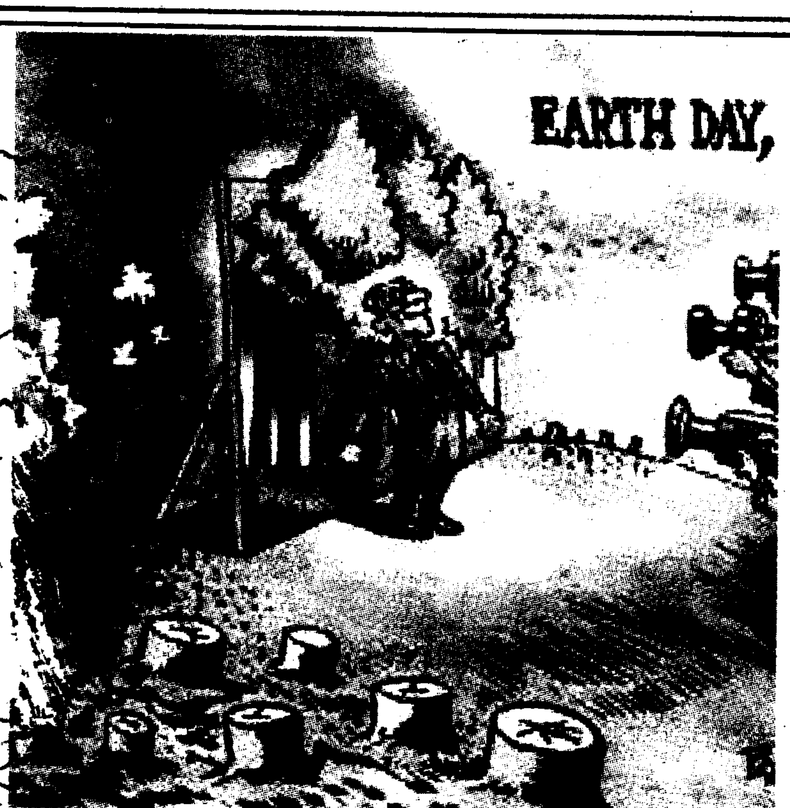
EARTH DAY,

নব-বর্ষের জোকস

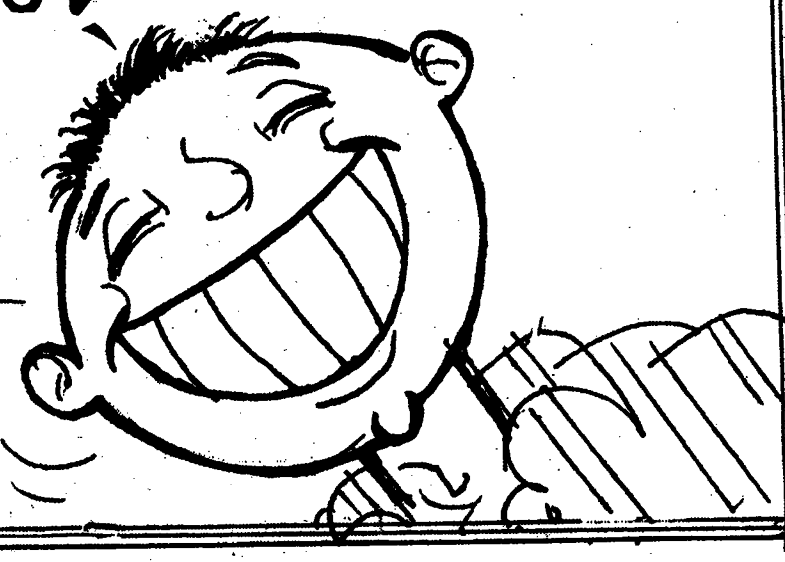

ইলাস্ট্রেশন- মিতু

অফিসের বস তরুণী স্টাফকে ডেকে পাঠাল তার রুমে।
- ডেকেছেন স্যার?
- হ্যাঁ
- কেন স্যার?
- সব সময় এত ছোট ছোট কাপড় পড়ে আস কেন অফিসে ?
- স্যার বেতন কম পাই বড় কাপড় কিনতে পারি না তাই...
- আগামী মাস থেকে তোমার বেতন বন্ধ!

o

- ফোর্ড কি বলতো?
- কেন গাড়ি
- আর অক্সফোর্ড ?
- গরু গাড়ি। বুদ্ধিমান গাড়ি বিশেষজ্ঞের উত্তর!

o

- ফাজলামো পাইছ? বিশ্ব বাজারে এসব জিনিষের দাম কমে গেছে আর তোমরা এত দাম চাচ্ছ?
- তাইলে বিশ্ববাজারেই যান। কাওরান বাজারে আইসেন কেন?

o

পোলট্রি ফার্মের অবস্থা কেরোসিন। মালিক বন্দুক নিয়ে ফার্মে ঢুকলেন তারপর মুরগীদের উদ্দেশ্যে হুমকি দিলেন
- কাল থেকে দুইটা করে ডিম না পারলে সব গুলারে গুলি করে মারব।

গুলি খেয়ে মরার ভয়ে সব মুরগী পরদিন থেকে দুটো করে ডিম পারতে লাগল। শুধু একজন একটা ডিমই পারল। মালিক বন্দুক হাতে হুমকি দিল
- তোর এতবড় সাহস একটা ডিম পারলি?
- মালিক বহু কষ্টে পারছি... আমি কিন্তু মোরগ!

o

ভারতের প্রধান মন্ত্রী সমুদ্র সৈকতে বিশ্রাম করছিলেন। এক বিদেশী সাংবাদিক এগিয়ে গেল
- স্যার, আর ইউ রিলাক্সিং?
- নো আই এম মনমোহন সিং

o

শিক্ষক এক বেয়াদপ ছাত্রকে ধরল
- হারামজাদা আর মেয়েদের প্রেমের প্রস্তাব দিবি?
- না স্যার
- আর বিড়ি সিগারেট খাবি ?
- না স্যার
- মদ গাজা খাবি?
- না স্যার
- যদি কথা না শোনস তুই কিন্তু মরবি... হারামজাদা!
- জি স্যার... এই পানশে জীবনের চেয়ে মরাই ভাল।

o

ছেলে রেজাল্ট কার্ড নিয়ে ফিরেছে। বাবা ধরলেন...
- কিরে পরীক্ষার রেজাল্ট কি?
- দেশের ক্ষিা ব্যবস্থা উন্নত না হলে আমার রেজাল্ট ভাল হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই
- মানে?
- মানে পাশ-মার্কতো সেই মান্ধাতার আমল থেকে ৩৩ থাকলে কিভাবে হবে?

o

এক স্ত্রী তার স্বামীকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। সে ঠিক করল সে তার স্বামীকে মেরে ফেলবে। পরদিন যখন স্বামী অফিসে যাচ্ছে স্ত্রী জানালা দিয়ে স্বামীকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু গুলিটা মিস করল। গুলির বিকট শব্দে স্বামী আবার ঘরে ছুটে এল। বলল
- কি হল?
- মিস ইউ ডারলিং। বলল স্ত্রী।

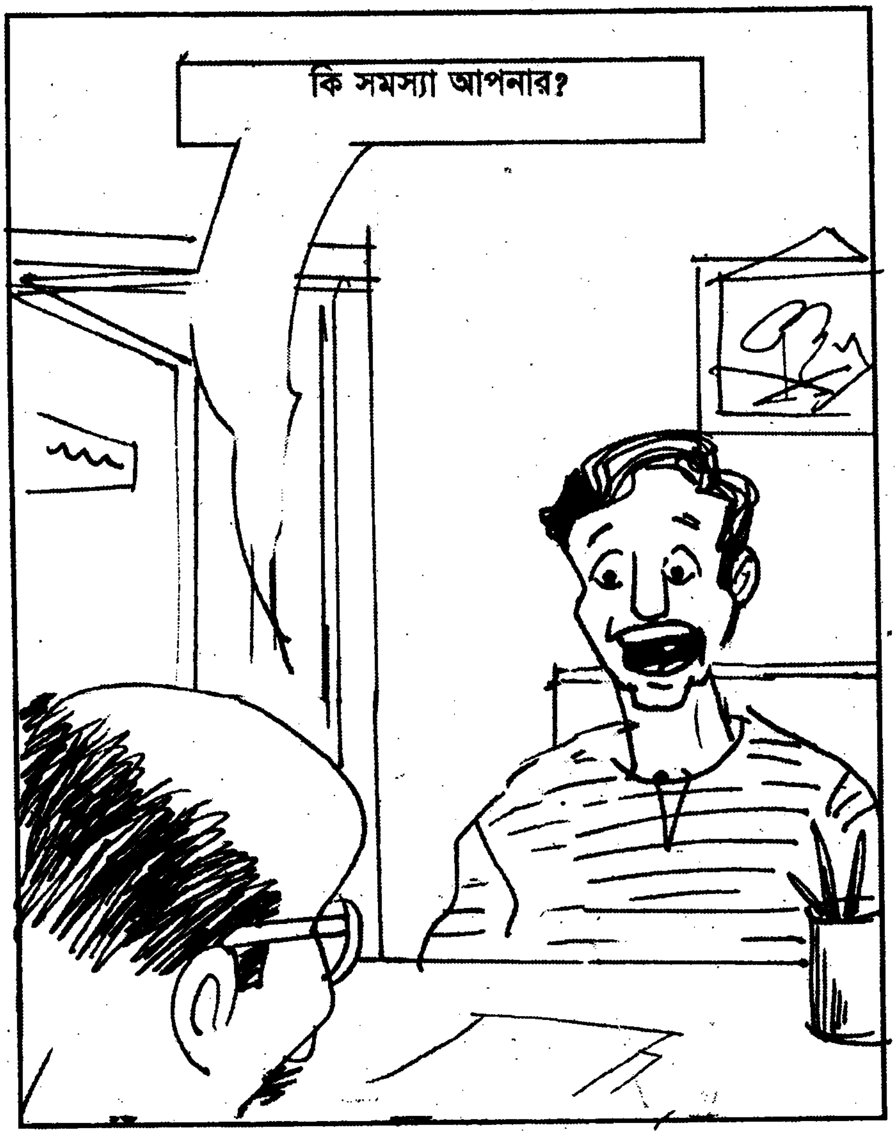

o

এক লোক গেছে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে।
- কি সমস্যা আপনার?
- আমার বয়স পয়ত্রিশ এখন পর্যন্ত কোন মেয়ের ভালবাসা পেলাম না।
- এটা কোন সমস্যাই না। আপনি করবেন কি আজ থেকে বাথরুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে আয়নার সামনে দাড়িয়ে বলবেন ' আমি সুন্দর...হ্যান্ডসাম সেক্সি...' এরকম বার বার বলতে থাকবেন
- এত কাজ হবে?
- অবশ্যই সাতদিন পরে এসে আমাকে জানাবেন।
- জি আচ্ছা।
ভিজিট দিয়ে লোক চলে গেল সাতদিন পর আবার এল
- কি অবস্থাতো ভাল
- মেয়েরা আসছে?
- হ্যাঁ আসছে...ভালই মেয়েরা আসছে
- তাহলে মুখ ব্যাজার করে আছেন কেন?
- না মানে সমস্যা তো করছে আমার স্ত্রী!

o

সাইকিয়াট্রিস্টদের একটা সম্মেলন হচ্ছে তারা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।
১ম জন- আমাদের কাছে রোগীরা অদ্ভুত সব সমস্যা নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের সমস্যা কারো সাথে আমরা শেয়ার করতে পারি না।
২য়- ঠিক বলেছেন। চলেন আজ আমরা শেয়ার করি নিজেদের সমস্যা...
৩য়- বেশ তাহলে প্রথমে আপনিই বলুন
১ম জন- আমার সমস্যা হচ্ছে ... আমি আমার রোগীদের সহ্য করতে পারি না। ওদের এমন ট্রিটমেন্ট দেই যে শেষ পর্যন্ত ওরা মরতে বাধ্য হয়।
২য় জন- আমিও আমার রোগীদের উপর খুব বিরক্ত... ওদের মেরে ফেলি না কিন্তু ওদের এমন সব অষুধ এর প্রেসক্রিপশন করি যে কিনতে গিয়ে ওরা ফতুর যায়।
৩য় জন- আমি করি কি ওদের মানসিক সমস্যাটা সারিয়ে দেই কিন্তু নতুন একটা জটিল মানসিক সমস্যা তৈরী করে ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দেই... তারপর আবার আমার কাছে ওদের আসতে হয়।
চতুর্থজন চুপ। সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল।
- কি আপনি কিছু বলুন?
৪র্থ- কি আর বলব আমার যত রোগী সব মিডিয়ার লোকজন। আর আমার সমস্যা হচ্ছে পেটে কথা রাখতে পারি না।

o

মোটর সাইকেলে করে তিন বন্ধু ছুটছে সার্জেন্ট হুইসেল বাজাল থামার জন্য। ওরা অবশ্য থামল না। চিৎকার করে বলল
-আর জায়গা নেই।

o

- আমার গাড়ীর ড্রাইভারটা ভাল না
- কেন চুরি করে?
- চুরিতো সব ড্রাইভারই করে।
- তাহলে?
- আমারটা প্রতিবারই ধরা পরে যায়।

o

-বিদেশী ছোট বা"চারা খুবই সাহসী
-কিভাবে বুঝলি?
-ওরা ছোট থেকেই আলাদা ঘরে একা একা থাকে
-তা ঠিক তবে ওদের বাবা-মারা ভিতু
-কেন?
-ওরা একসাথে থাকে।

o

-একটা জিনিষ খেয়াল করেছিস?
-কি?
-পাশের বাসার বজলু সাহেব এর কত বয়স হল, কিন্" এখনও কেমন ইয়াং সতেজ ...তাজা
-আমার মনে হয় কি জানিস?
-কি?
-উনি মনে হয় ফর্মালিন দিয়ে গোসল দেয় প্রতিদিন!

o

সুইসাইড প্রিভেনশন হেল্প সেন্টার নামে একটা প্রতিষ্ঠান। তাদের

কাজ হচ্ছে-কেউ সুইসাইড করতে চাইলে তার আগে তাদের ফোন করে সাহায্য চাইতে পারে। তখন সেই সুইসাইড প্রিভেনশন হেল্প সেন্টার থেকে তাদের কাউন্সিলিং করা হয়। তারা তাদের ভূল সিদ্ধান্ত বুঝতে পেরে আর সুইসাইড করে না। তো সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এক রিপোর্টার গেল তাদের অফিসে। নানান আলোচনার পর রিপোর্টার বলল

-আচ্ছা কেউ সুইসাইড করার আগে আপনাদের ফোন করার পর আপনারা কাউন্সিলিং করে তাকে সুইসাইপ প্রক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত করেন, তাই না?

-হ্যাঁ

-আচ্ছা আজে বাজে ফোন আসে না?

-তাতো আসেই... আজে বাজে ফোনই বেশি আসে...

-তাদের কি বলেন?

-তাদের সুইসাইড করার পরামর্শ দেই!

০

জিরাফের গলা এত লম্বা কেন ?

-এর তিনটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে

-কিরকম?

-প্রথম কারণ হচ্ছে সেই আদি কালে গাছের নিচের দিককার লতাপাতা শেষ হয়ে যাওয়ায় জিরাফরা গলা লম্বা করে পাতা খাওয়ার চেষ্টা করত ... এই করতে করতে...

-আর দ্বিতীয় কারণ?

-জিরাফের মধ্যে কারো কারো গলা লম্বা হওয়ায় তারা উচু গাছের বেশী বেশী লতাপাতা খেতে পারত ফলে তারাই বেশি হৃষ্টপুষ্ট হত তাদের বংশই টিকে গেল...

-তৃতীয় কারণ?

-তৃতীয় কারণ হচ্ছে জিরাফের মাথাটা তার শরীর থেকে অনেক দূরে তাই।

০

-জিরাফ সকালের ব্রেকফাস্ট দিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সারে এই কথার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি বলতো ?

-কি?

-ওর সকালের ব্রেকফাস্ট লম্বা গলা দিয়ে নেমে পাকস্থলিতে পৌছতে পৌছতে দুপুর হয়ে যায়!

০

ছোট্ট বাচ্চাদের বিজ্ঞান কাশে কম্পিউটার সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হচ্ছে

-কম্পিউটারের একটা প্রয়োজনীয় অংশের নাম বল। একটা ছোট্ট বাচ্চা হাত তুলল

-বেশ তুমি বল

-মাউস

-গুড। এবার আকেজন বল , ওটা কোথায় থাকে?

-ইঁদুর মারা কলে। আরেক বাচ্চার উত্তর।

০

- তুই কি জানিস জেব্রার কোন লিভার নেই?
- আশ্চর্য জানতাম না
- তুই কি জানিস ফিনল্যান্ডে কোন জমজ শিশু জন্মায় না?
- আশ্চর্য জানতাম না
- তুই কি জানিস সাপের দৃষ্টি শক্তি ৫ কিলেমিটার?
- আশ্চর্য জানতাম না
- তুই কি জানিস ৯০% অস্ট্রেলিয়ান দুধ পান করে না?
- আশ্চর্য জানতাম না
- তোকে ধন্যবাদ
- কেন?
- কিচ্ছুক্ষনের জন্য এই মিথ্যে অবৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো বিশ্বাস করার জন্য।

০

- গন্ডার সেলুনে যায় না কেন চুল কাটতে?
- কেন?
- কারণ সেলুনে চুল কাটে, শিং কাটে না
- মানে?
- মানে ওর চুলটাই যে শিং !

০

অংকের কাশে শিক্ষক বলছিলেন-

- অংক হচ্ছে বিজ্ঞানের ভাষা।
- জি স্যার। ক্লাশের সবাই চেঁচাল

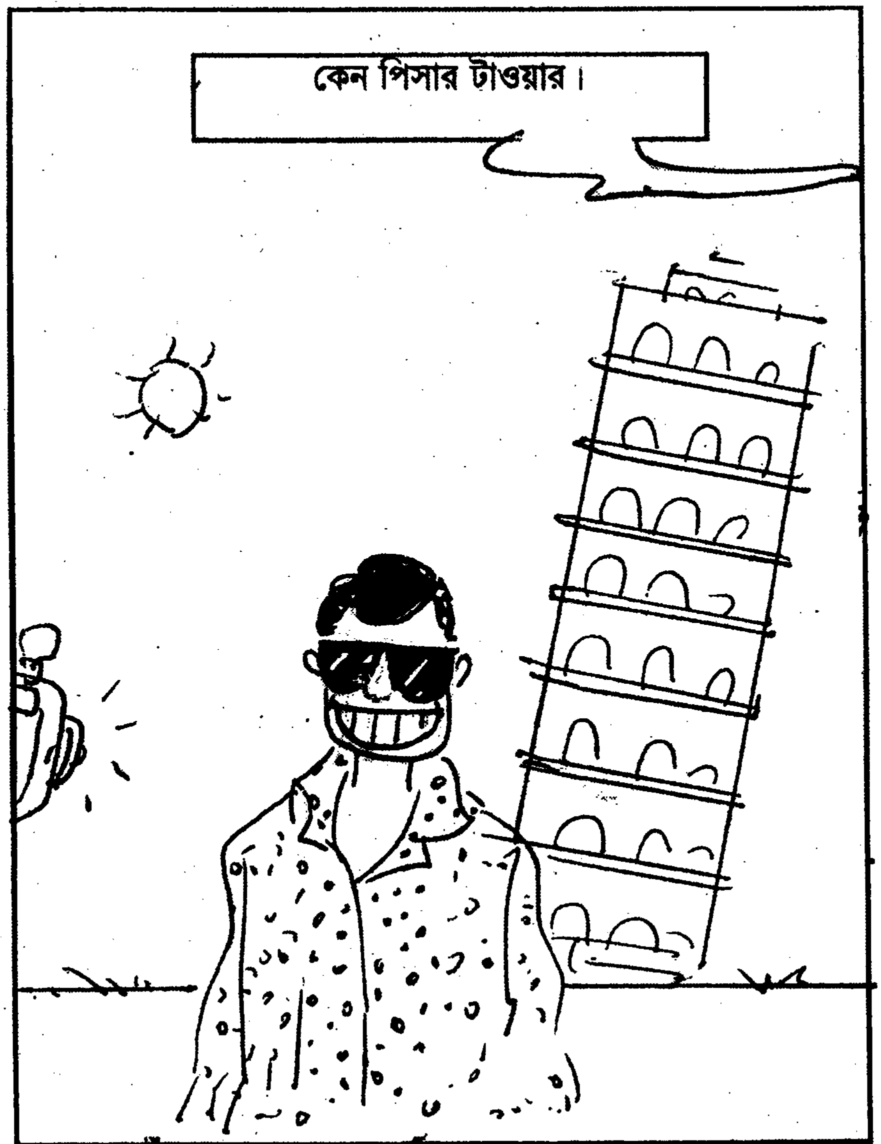

- এবার বিপনু বল তোমার প্রিয় তিনটা সংখ্যা...
- স্যার, পরে যদি যোগ করতে বলেন তাহলে ১ ২ আর ৩ । আর যদি যোগ করতে না বলেন তাহলে ২৫৬ ৩৪৫ আর ৪৫৩...

০

বিজ্ঞান ক্লাশে মাহিন স্যারকে বলল
- স্যার আজ একটা আশ্চর্য জিনিষ আবিস্কার করলাম স্যার
- কি?
- মাথা নিচে আর পা উপরে দিয়ে শিরাসন করলে মধ্যাকর্শনের টানে সব রক্ত মাথায় চলে আসে। কিন্তু নরমাল থাকলে কেন রক্ত পায়ে জমা হয় না ?
- কারণ তোর মাথাটা ফাকা।

০

দুই প্রতিবেশী আলাপ করছে।
-স্বীকার করতেই হবে রাম বাবু একজন বিজ্ঞান মনস্ক স্বামী
-কিভাবে বুঝলে?
-কারণ উনার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর উনি আবার বিয়ে করেছেন
-এতে কিভাবে প্রমাণ হল যে উনি বিজ্ঞান মনস্ক স্বামী?... এর মধ্যে বিজ্ঞান কোথায়?
-বাহ তাও বুঝলেন না এক স্ত্রীর অভিজ্ঞতা উনি অন্য স্ত্রীর উপর পরীা করছেন... এটাতো রীতিমতো গবেষনা।

০

এক লোক নতুন এক ক্যামেরা আবিস্কার করেছে এতে যে ছবিই তোলা হয় তা বাঁকা হয়ে উঠে
-এটা একটা আবিস্কার হল ? বাঁকা ছবি তুলে লাভ কি?
-বাহ ... পৃথিবীর বাকা জিনিষগুলো এই ক্যামেরায় সোজা উঠে
-যেমন?
-কেন পিসার টাওয়ার।

০

স্বামী- আমাদের আরো বেশী বেশী রোমান্টিক হওয়া উচিৎ
স্ত্রী- কেন?
-এতে নাকি আর্থাইটিসের উপশম হয়।
-কিন্তু আমাদের দুজনের কারোইতো আর্থাইটিস নেই!
-আরে বাবা হতে কতক্ষন!

০

- পৃথিবী তরমুজের মত গোল
- কোন দেশের তরমুজ?
- মানে?
- মানে... জাপানীরা চারকোনা তরমুজ ফলাচ্ছে না?

০

ছেলে- বাবা এনাটমি কি?
বাবা- এনাটমি এমন একটা জিনিষ যা আমাদের সবারই আছে তবে মেয়েদেরটা বেশী সুন্দর।

০

এক গন্ডার রেস্টরেন্টে খেয়ে-দেয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ম্যানেজার টাকা চাইল। গন্ডার রেগে গিয়ে গুলি করে ম্যানেজারকে মেরে ফেলল। তারপর হাটা দিল। তাই দেখে এক লোক ছুটে এল।
- এটা কি করলে গন্ডার তোমার কি মৃত্যু দন্ডের ভয় নেই? ওকে মেরে ফেললে?
- না নেই
- কেন?
- আমাকে কেউ মারতে পারবে না
- কেন তোমার চামড়া মোটা বলে ?
- না আমি এনডেঞ্জারড স্পেসিস!

০

- বলতো ডলফিন যখন ঘুমায় তখন অর্ধেক স্বপ্ন দেখে কেন?
- কেন?
- কারণ ডলফিন ঘুমানোর সময় এক চোখ খোলা রাখে।

০

নীল আর্মস্ট্রং মারা গেলেন। পৃথিবীর প্রথম চাঁদে অবতরন করা মানুষ। তাকে নিয়ে একটা পুরোনো জোক আছে। আর্ম স্ট্রং নাকি চাদে পা দিয়ে প্রথম কথা যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে ' গুড লাক মিঃ গ্রস্কি'
কেন এটা বলেছিলেন তা নিয়ে তিনি মুখ খুলেন নি। মিঃ এন্ড মিসেস

গ্রস্কি মারা যাওয়ার পর আর্ম স্ট্রং এ প্রসঙ্গে মুখ খুলেন। ' ঘটনাটা হচ্ছে মিঃ এন্ড মিসেস গ্রস্কি ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং এর প্রতিবেশী। নীল আর্ম স্ট্রং তখন বাচ্চা। একদিন মিঃ এন্ড মিসেস গ্রস্কি'র তুমুল ঝগড়ার মধ্যে মিসেস গ্রস্কির গলা শোনা যায় তিনি চিৎকার করে বলছিলেন... ' অসম্ভব তুমি কখনোই আমার আদর পাবে না ...পাশের বাসার ঐ পিচ্চি ছেলেটা যদি কোন দিন চাঁদে যায় তাহলে যদি হয়...!'
এ কারণেই নীল আর্মস্ট্রং এর চাদে নেমেই ' গুড লাক মিঃ গ্রস্কি' বলা।

০
আপনি যদি এমন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাকেন এবং দেখতে পান যে ...
তত্ত্বটি আপনি বোঝেন এবং প্রমানও করতে পারবেন
তাহলে তা কোন গনিত বিদ্যার কোন জার্নালে ছাপতে দিতে পারে।
তত্ত্বটি আপনি বোঝেন না কিন্তু প্রমান করতে পারবেন
তাহলে তা কোন পদার্থ বিদ্যার কোন জার্নালে ছাপতে দিতে পারে।
তত্ত্বটি আপনি বোঝেন এবং প্রমান করতে পারবেন না
তাহলে তা কোন অর্থনীতির জার্নালে ছাপতে দিতে পারেন।
তত্ত্বটি আপনি বোঝেন না এবং প্রমানও করতে পারবেন না
তাহলে তা কোন মনো বিজ্ঞানের জার্নালে ছাপতে দিতে পারেন।

০
- বাবা বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন প্রথম কথা বলার যন্ত্র আবিস্কার করেণ যা মানুষের গলায় কথা বলে? তাই না?
- না বাবা, ইশ্বর সে যন্ত্র প্রথম বানান। এডিসন তার যে নকল করেছেন তা দিয়ে লোকের গলা কাটা হয়!

০
- হাতি স্কুলে যায় না কেন? এর বৈজ্ঞানিক কারন কি?
- কারণ হাতি নীল দু পায়ে নীল ডাউন হতে পারে না।
- কেন?
- হাতির চারটা হাটু

০
স্পেস শীপ থেকে এক আমেরিকান বলল
- ঐ দেখ চাঁদের মাটিতে এখনো আমেরিকান পতাকা দেখা যাচ্ছে
- কি করে দেখব? স্পেসশীপের ভিতর এক রাশিয়ান বলে ' চাঁদের মাটিতে চশমাটা ফেলে এসেছি সেই কবে!

০
- বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে অঙ্ক। আর সেই অঙ্কে মেয়েরা সবসময় ভাল
- কিভাবে?
- কারণ মেয়েরা তাদের বয়সকে দুই দিয়ে ভাগ করে হাজব্যান্ডের বয়সকে তিন দিয়ে গুন করে আর বান্ধবীর বয়সের সঙ্গে বেশী না পাঁচ যোগ করে।

০
- বলতো পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম প্রানী কোনটা ?
- কেন চিতা
- না হাতি
- মানে? হাতি কিভাবে?
- বিজ্ঞানীরা গবেষনা করে বের করেছে একটা হাতিকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দিলে সেকেন্ডে ১২০ ফিট গতিতে নেমে আসে।

০
- খালাম্মা সেহেল আছে
- আছে কিন্তু কেন?
- ওকে ফুটবল খেলতে নিতে এসেছি
- না ও খেলবে না। ওর জ্বর।
- ইয়ে তাহলে ওর ফুটবলাটা খেলতে পারবে?

০
- গ্র্যান্ড মাস্টার আর গ্র্যান্ডফাদারের মধ্যে পার্থক্য কি?
- একজন দাবা খেলায় পারদর্শী আরএকজন...
- আর একজন?
- আরেকজন পরিবার গড়ায় পারদর্শী।

০
-বলতো ফুটবল খেলোয়াররা কখন গোল মিস করে?
-যখন গ্যালারীতে তার মিসেস বসে থাকে !

পরিদর্শন...

কার্টুন- জাহানারা নার্গিস

কি আপা অনৈক কেনা-কাটা করছেন দেখছি।
কিসের কেনা-কাটা এগুলো গত বছরের কেনা সব ফিরৎ দিতে এসেছি সব দু নম্বরী মাল গছিয়েছিল। আপনাদের স্টল ছিল ? এইতো পেয়েছি...এই উন্মাদগুলো বের করোতো।
কাম সারছে!
বাহ...একটা এ্যাকুইরিয়ামের স্টলে এসেছি! একি মাছ পানি ছাড়া শূণ্যে ভাসছে কিভাবে সম্ভব?
আরে এখন সব মাছে ফর্মালিন। তাই পাখি হওয়ার চেষ্টায় আছি ... জানটাতো বাঁচাতে হবে নাকি?
বিদেশী মাছ হয়া বেঁচে গেছি দেশী হলেতো এতক্ষনে ফর্মালিন এ গোসল হয়ে যেত!
গোল্ড ফিশকে গোল এ্যাকুইরিয়ামে রাখা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে তারপরও আমাকে রাখল... বাইরে সব কিছু কি বিশ্রি দেখা যায়...একটা মানসিক চাপ! ঐ যে কি একটা কি বিশ্রি

এবার একটা পারফিউম হাউজে...
কিন্তু একি এত বিশ্রি গন্ধ কেন?
আরে তাও বুঝলেন না ঠান্ডায় সর্দি কাশিতে সবার নাক বন্ধ তাই এই চান্সে সব বাজে পুরান মাল এখানে সেল করছি...
কি বলছেন এটাতো ক্রাইম!
ও...আর আপনারা যখন বই মেলায় পুরান উন্মাদ বেচেন সেই উন্মাত হাতে নিলেতো চুলকানি উইঠা যায়...
ইয়ে ওদিকে যাই
বাহ একটা বিশাল দোলনা দেখছি!
এটা দোলনা না আমাদের বিশেষ ইনভেনশন দ্যা জায়েন্ট গুলাইল!
ওরে বাপরে! কত বড় গুলাইল
ঢাকার জ্যাম এলাকায় আমরা সাপ্লাই দেই...এত করে দিব্যি টার্গেট অনুযায়ী গন্তব্যে পৌছে যায়!
এটা কিভাবে কাজ করে?
আসেন দেখাই...এই উনারে ধরতো...
ইয়ে... না মানে দেখুন...
ওহ একদম পারফেক্ট টার্গেট!